প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২ ❖ ১৮ - ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

# সাধারণকালের তৃতীয় রবিবার: ঐশবাণী রবিবার

## “ঐশবাণী শ্রবণেই খ্রিস্টীয় জীবনে ফলপ্রসূতা”

## ঐশবাণী শ্রবণ, অঙ্গীকার ও শূচি-জীবনের ফলপ্রসূতা

## প্রভুর বাণী শ্রবণে আনন্দ

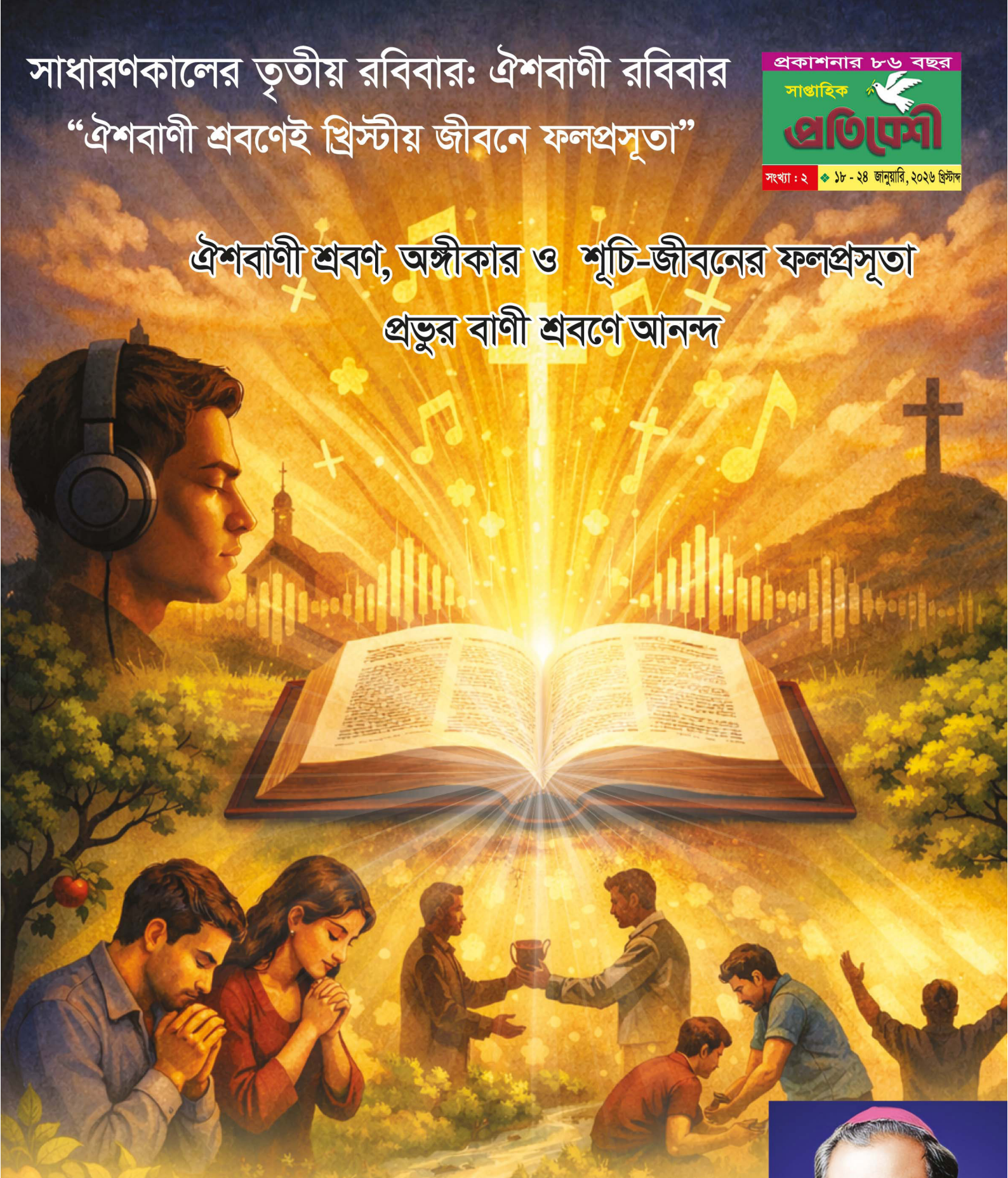

মেরীল্যাণ্ডে বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানদের বাংলা সংস্কৃতির ধারা

শতবর্ষের স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

১৮ জানুয়ারি ১৯২৬ - ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

# শততম জন্মবার্ষিকী

## আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

১৮ জানুয়ারি ১৯২৬ - ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

পরম করুণাময় ঈশ্বরের একান্ত প্রীতিভাজন
প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র শততম
জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সেবককে যোগ্য পুরষ্কার দান করুন।

সৌজন্যে: সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, শুলপুর
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

বিজ্ঞ/০৭/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০২
১৮ জানুয়ারি - ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৪ মাঘ - ১০ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org
**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

### ঐশবাণী শ্রবণ: খ্রিস্টীয় জীবনের ফলপ্রসূতার পথ

খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার কথা ঈশ্বরের বাক্য–ঐশবাণী। এই ঐশবাণী কেবল পবিত্র গ্রন্থের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবন্ত, কার্যকর এবং মানবজীবনকে রূপান্তরিত করার শক্তিতে পরিপূর্ণ। 'ঐশবাণী রবিবার' আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়–ঐশবাণী শোনা, হৃদয়ে ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই খ্রিস্টীয় জীবনের প্রকৃত ফলপ্রসূতা আনে।

পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে, "যার কান আছে, সে শুনুক।" ঈশ্বর কথা বলেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো–আমরা কি মনোযোগ দিয়ে তা শুনি? আধুনিক জীবনের কোলাহল, ব্যস্ততা ও উদ্বেগের মাঝে ঐশবাণীর কণ্ঠ অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। অথচ ঐশবাণীই আমাদের পথের প্রদীপ, অন্ধকারে আলোর দিশা। নিয়মিত ঐশবাণী শ্রবণ আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও আচরণকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।

ঐশবাণীর প্রথম ও প্রধান ভূমিকা হলো মানুষকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানো। এই সত্য কখনো সান্ত্বনা দেয়, কখনো চ্যালেঞ্জ জানায়। পবিত্র বাইবেল আমাদের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা ও পাপকে প্রকাশ করে, আবার একই সঙ্গে অনুগ্রহ, ক্ষমা ও নতুন জীবনের আশ্বাস দেয়। যখন মানুষ আন্তরিকভাবে ঐশবাণী শোনে, তখন সে নিজের জীবনকে ঈশ্বরের আলোতে যাচাই করার সাহস পায়। এই আত্মসমালোচনাই পরিবর্তনের সূচনা।

ঐশবাণীর ক্ষমতা নিহিত রয়েছে এর রূপান্তরকারী স্বভাবের মধ্যে। এটি ভগ্ন হৃদয়কে সুস্থ করে, হতাশাকে আশায় রূপ দেয় এবং ভয়কে বিশ্বাসে পরিণত করে। ইতিহাসে ও বর্তমান জীবনে অসংখ্য মানুষ সাক্ষ্য দেয়–ঐশবাণীর একটি বাক্যই তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কারণ ঐশবাণী কেবল তথ্য দেয় না, বরং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

জীবন পরিবর্তনে ঐশবাণীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো দিক নির্দেশনা প্রদান। নৈতিক বিভ্রান্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আত্মকেন্দ্রিকতার এই সময়ে, ঐশবাণী আমাদের সঠিক পথ দেখায়। প্রেম, ক্ষমা, ন্যায়বিচার, দয়া ও সেবার যে শিক্ষা ঐশবাণী দেয়, তা ব্যক্তি ও সমাজ–উভয়ের জন্যই রূপান্তরকারী। ঐশবাণী অনুসারে গঠিত জীবন কেবল নিজের উন্নতি নয়, বরং অন্যের কল্যাণেও নিবেদিত হয়। তবে ঐশবাণীর ক্ষমতা তখনই কার্যকর হয়, যখন তা শোনা থেকে পালন পর্যন্ত পৌঁছায়। কেবল পাঠ বা শ্রবণ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হৃদয়ে গ্রহণ, ধারণ ও জীবনে প্রয়োগ। ঐশবাণী আমাদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক ও আচরণে প্রতিফলিত হলেই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব। এই পরিবর্তন হঠাৎ নয়, বরং ধারাবাহিক–একটি বাক্য, একটি সিদ্ধান্ত, একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে।

অতএব, জীবন পরিবর্তনের জন্য নতুন কিছু খোঁজার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন ঐশবাণীর কাছে ফিরে যাওয়া। মনোযোগ দিয়ে শোনা, গভীরভাবে ধ্যান করা এবং সাহসের সঙ্গে অনুসরণ করাই খ্রিস্টীয় জীবনের মূল আহ্বান। কারণ ঐশবাণীই সেই শক্তি, যা মানুষকে নতুন করে গড়ে তোলে, জীবনে অর্থ এনে দেয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার পথ সুস্পষ্ট করে। খ্রিস্টীয় জীবনের ফলপ্রসূতা আনতে হলে ঐশবাণী পাঠ ও শ্রবণে আমাদের কাথলিক খ্রিস্টানদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার।

ঐশবাণী শ্রবণ মানে কেবল গির্জায় পাঠ শোনা নয়; বরং প্রার্থনাময় মনোভাব নিয়ে শোনা, ধ্যান করা এবং জীবনে প্রয়োগ করা। যখন আমরা ঐশবাণী শুনে নিজেকে প্রশ্ন করি–"এই বাক্য আজ আমাকে কী করতে আহ্বান জানাচ্ছে?"–তখনই ঐশবাণী আমাদের জীবনে ফল দিতে শুরু করে। ক্ষমা, প্রেম, ন্যায়বিচার, দয়া ও সেবার মানসিকতা তখন ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রে গড়ে ওঠে।

ঐশবাণী রবিবার তাই আমাদের জন্য একটি আহ্বান–ঐশবাণীকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখা। শোনা থেকে পালন পর্যন্ত যাত্রায় অগ্রসর হওয়া। কারণ যখন আমরা ঐশবাণী শুনি ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করি, তখনই আমাদের বিশ্বাস ফলপ্রসূ হয়, আমাদের জীবন একটি সাক্ষ্য হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের মধ্যে ও আমাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। †

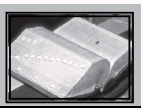

'আমি দেখেছি, এবং এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন।' *(যোহন ১:৩৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

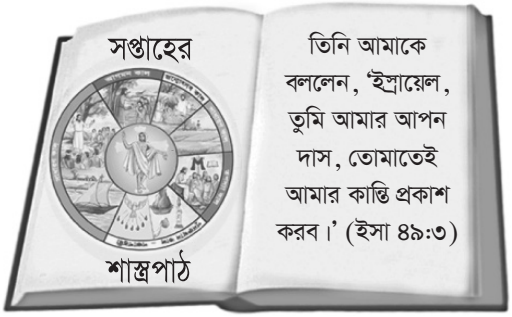


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ জানুয়ারি - ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

**১৮ জানুয়ারি, রবিবার**
**সাধারণকালের ২য় রবিবার** ***(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)***
***পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস***
ইসা ৪৯:৩, ৫-৬, সাম ৪০: ১,৩, ৬-৯, ১ করি ১: ১-৩, যোহন ১: ২৯-৩৪

**১৯ জানুয়ারি, সোমবার**
**সাধারণকালের ২য় সপ্তাহ** ***(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)***
১ সামু১৫: ১৬-২৩, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মার্ক২: ১৮-২২

**২০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার**
**সাধারণকালের ২য় সপ্তাহ** ***(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)***
***সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর, সাধু সেবাস্টিয়ান, সাক্ষ্যমর***
১ সামু ১৬: ১-১৩, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৬-২৭, মার্ক ২: ২৩-২৮

**২১ জানুয়ারি, বুধবার**
**সাধারণকালের ২য় সপ্তাহ** ***(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)***
***সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস***
১ সামু১৭: ৩২-৩৩, ৩৭, ৪০-৫১, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, মার্ক৩: ১-৬

**২২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার**
**সাধারণকালের ২য় সপ্তাহ** ***(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)***
***সাধু ভিনসেন্ট, ডিকন ও সাক্ষ্যমর***
১ সামু১৮: ৬-৯ -- ১৯: ১-৭, সাম ৫৬: ১-২, ৮-১৩, মার্ক ৩: ৭-১২

**২৩ জানুয়ারি, শুক্রবার**
**সাধারণকালের ২য় সপ্তাহ** ***(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)***
১ সামু ২৪: ৩-২১, সাম ৫৭: ১-৩, ৫, ১০, মার্ক ৩: ১৩-১৯

**২৪ জানুয়ারি, শনিবার**
**সাধু ফ্রান্সিস দ্য স্যালস্, বিশপ ও আচার্য,** ***স্মরণ দিবস***
২ সামু ১: ১-৪, ১১-১২, ১৯, ২৩-২৭, সাম ৮০: ১-২, ৪-৬, মার্ক ৩: ২০-২১

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৮ জানুয়ারি, রবিবার**
+ ১৯৪৬ সি. এম. রুডলফ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ সি. মেরী ফ্রান্সিস, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১০ সি. মেরী ম্যাগ্ডালিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. সিলভানো গারেল্লো এসএক্স (ঢাকা)

**১৯ জানুয়ারি, সোমবার**
+ ১৯৪৮ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রা. লিওনার্দো স্কালেট, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০২২ সি. এম. কামিলা, এমসি
+ ২০২৪ সি. ক্লাউদিয়ে রোদে, এসএসএমআই

**২০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার**
+ ২০০৪ ফা. কমল আই. ডি'কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. আরতি সিসিলিয়া গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

**২১ জানুয়ারি, বুধবার**
+ ১৯৯৪ ফা. জেমস সলোমন (ঢাকা)

**২২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৮১ সি. তেরেজা মারি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফা. ডমিনিকো বেল্লো, এসএক্স (খুলনা)

**২৩ জানুয়ারি, শুক্রবার**
+ ১৯৮৬ ফা. লুইজ বিগোনি, পিমে (দিনাজপুর)

**২৪ জানুয়ারি, শনিবার**
+ ১৯৭৬ সি. এম. এডেলট্রুড, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফা. রিনাল্দো বের্নাক্কী, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১১ সি. আর্কাঞ্জেলা রোজারিও, এসসি (খুলনা)

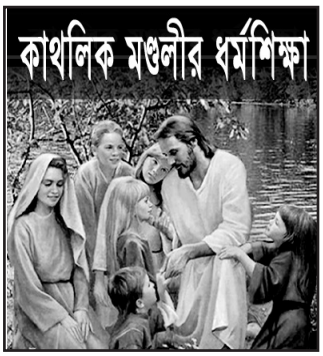


### তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

**আশা**

**২০৯০** ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ ক'রে মানুষকে আহ্বান করেন, তখন মানুষ তার নিজ শক্তিতে পূর্ণভাবে ঐশ প্রেমের প্রতি সাড়া দিতে পারে না। সুতরাং তাকে আশা করতে হবে যে, প্রতিদানে ঈশ্বর তাঁকে ভালবাসার ক্ষমতা দেবেন এবং ভালবাসার আদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার শক্তি দেবেন। আশা হচ্ছে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং ঈশ্বরের দিব্যদর্শন লাভের জন্য গভীর প্রত্যাশা। এই আশা ঈশ্বরের ভালবাসা অবমাননা করার এবং শাস্তি ভোগ করারও ভয় পায়।

**২০৯১** প্রথম আজ্ঞাটি আবার আশার বিরুদ্ধে পাপের কথাও প্রকাশ করে-যেমন হতাশা এবং দাম্ভিকতা:

হতাশার দরুন মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত পরিত্রাণ বা তা পাবার জন্য সাহায্য অথবা তার পাপের ক্ষমা লাভের আশা ত্যাগ করে। হতাশা ঈশ্বরের উত্তমতা, ধর্মময়তা ও বদান্যতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, কেননা প্রভু তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত।

**২০৯২** দাম্ভিকতা দুই ধরনের। এক হয় মানুষ তার নিজের ক্ষমতার উপর আস্থাশীল (ঊর্ধ্বলোকের সাহায্য ছাড়াই পরিত্রাণ লাভের আশা করে), আর না হয় সে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা বা তাঁর দয়া লাভের অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী (মন পরিবর্তন ছাড়াই তার ক্ষমা পাবার অথবা যোগ্যতা ছাড়াই গৌরব লাভের আশা করে)।

**ভালবাসা**

**২০৯৩** ঐশপ্রেমে বিশ্বাসের দাবি হচ্ছে সেই প্রেমের আহ্বান ও দায়িত্ব-কর্তব্যে আন্তরিকভাবে সাড়া দেয়া। প্রথম আজ্ঞাটি দাবি করে ঈশ্বরকে শুধু তাঁরই জন্যে এবং তাঁরই কারণে সমস্ত কিছু এবং সকল প্রাণীর চাইতে অধিক ভালবাসা।

**২০৯৪** মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসার বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে পাপ করতে পারে:

উদাসীনতা ঐশপ্রেম নিয়ে ধ্যান করতে অস্বীকৃতি জানায় বা অবহেলা করে। উদাসীনতা মঙ্গলময়তার পূর্বাধিকার গ্রাহ্য করে না এবং তার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে।

অকৃতজ্ঞতা ঐশপ্রেমকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয় অথবা অস্বীকার করে এবং ভালবাসার পরিবর্তে ভালবাসা দিতে অস্বীকার করে।

করোষ্ণতা হচ্ছে ঐশপ্রেমে সাড়া দেওয়ায় অবহেলা বা ইতস্ততঃভাব। এর মধ্যে প্রেমের প্রেষণাকে অবদমিত করার মনোভাব থাকতে পারে।

আধ্যাত্মিক অলসতার বা শৈথিল্যের কারণে মানুষ ঈশ্বরের দেয়া আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে এবং ঐশ্বরিক উত্তমতা দেখে বিরক্তি বোধ করতে পারে।

ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণার উৎস হচ্ছে অহংকার। তা ঐশপ্রেমের বিপরীত। অহঙ্কার ঈশ্বরের উত্তমতা অস্বীকার করে এবং তিনি যে পাপ করতে নিষেধ করেন এবং পাপের জন্য শাস্তি দেন তার জন্য তাঁকে অভিশাপ দেয়ার মত ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করে।

## শোক সংবাদ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রাক্তন কর্মী শ্রদ্ধেয় ফাদার ডেভিড পিটার পালমা'র মৃত্যুতে 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করছি। করুণাময় ঈশ্বর তাঁকে চিরশান্তি দান করুন। উল্লেখ্য, ফাদার ডেভিড পিটার পালমা ৭ জানুয়ারি সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

*- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

# পবিত্র বাইবেল দিবস উপলক্ষে বাণী

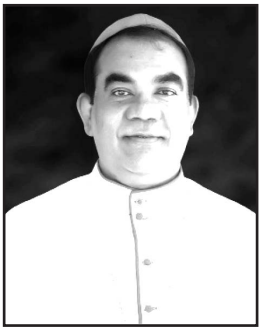

## ঐশবাণী শ্রবণেই খ্রিস্টীয় জীবনের ফলপ্রসূতা

**খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,**

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা "পবিত্র বাইবেল দিবস" উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। মূলভাব নেওয়া হয়েছে "ঐশবাণী শ্রবণেই খ্রিস্টীয় জীবনের ফলপ্রসূতা"। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের জীবন্ত বাণীগ্রন্থ। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লিখিত **ঈশ্বরের জীবন্ত** বাণী! এই বাণী শ্রবণেই আসে খ্রিস্টীয় জীবনের ফলপ্রসূতা। কারণ "ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাণী দুধারী তলোয়ারের ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে" *(হিব্রু ৪:১২)*। ঐশবাণী শ্রবণ ছাড়া খ্রিস্টবিশ্বাস গভীর হতে পারে না। সাধু পল বলেন, "বিশ্বাস আসে বাণী শ্রবণের মধ্য দিয়ে" *(রোমীয় ১০:১৭)*। তাই এই বিশ্বাসকে কর্মে প্রকাশ ও ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তিগতভাবে ও পরিবারে নিয়মিত বিশ্বাস সহকারে এই বাণী পাঠ করা, অনুধ্যান করা এবং সেই বাণীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা। যে বিশ্বাস নিয়ে ঐশবাণী শ্রবণ করে তার জীবনে সেই বাণী ফলপ্রসূ হবেই। কারণ ঈশ্বরের বাণী শক্তিশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন। বৃষ্টি যেমন মাটিকে সিক্ত করে এবং ফসলের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটায়, ঈশ্বরের বাণীও তেমনি খ্রিস্টীয় জীবনে ফলপ্রসূতা আনে। ঈশ্বর নিজেই বলেন, "আমার মুখনিঃসৃত বাণীও নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে তো আসে না; বরং আমি যা চেয়েছি, তা সফল ক'রেই, যা করতে পাঠিয়েছি, সেই কাজ সমাধা ক'রেই তবে ফিরে আসে" *(ইসাইয়া ৫৫:১১)*। আমাদের জীবনকে ফলপ্রসূ করতেই ঈশ্বর তাঁর বাণী আমাদের জন্য রেখেছেন। তাই ফলপ্রসূ হতে চাইলে সেই বাণী শ্রবণ করতেই হবে।

ঈশ্বরের বাণী শ্রবণের মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি এবং খ্রিস্টধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা নিজেরা পালন করতে পারি এবং সন্তানদের শেখাতেও পারি। এইটাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইস্রায়েল জাতির মানুষ তো এইভাবেই নিজেদের বিশ্বাস জানতে পেরেছিল এবং তা অন্যদের জানানোর দায়িত্বও পেয়েছিল। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "শোন ইস্রায়েল! ভগবানই আমাদের ঈশ্বর; ভগবান এক ও অদ্বিতীয়! তোমার সেই ঈশ্বর ভগবানকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। এই যে সব আদেশ আমি আজ তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন তোমার অন্তরে গাঁথাই থাকে। তোমার সন্তান সন্ততিদের তুমি এই সব আদেশের সমন্ধে ভালভাবে শিক্ষা দেবে" *(দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৭)*। প্রভুর সমস্ত বিধি-বিধানের কথা শোন এবং সর্বান্তকরণে তা পালন করাই খ্রিস্টবিশ্বাসীর প্রকৃত জীবন ও জীবন চলার পথের প্রেরণা। "প্রাচীনকালে পরমেশ্বর প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে বহুবার বহুরূপে কথা বলার পর শেষ যুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তিনি কথা বললেন আপন পুত্রেরই মুখ দিয়ে" *(হিব্রু ১:১-২)*। তাই তো পিতার একান্ত আহ্বান আমরা যেন তাঁর পুত্রের কথা শুনি, "এ আমার পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন; এ আমার পরম প্রীতিভাজন! তোমরা এর কথা শোন" *(মথি ১৭:৫খ)*।

তাঁর বাণী শ্রবণেই আমরা হয়ে উঠি বুদ্ধিমান এবং আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হয় মজবুত। যেমনটি যিশু নিজেই বলেছেন, "যে কেউ আমার এই সব কথা (বাণী) শোনে ও মেনে চলে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকেরই মতো, যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে পাথরের ভিতের ওপর" *(মথি ৭:২৪)*। যিশুর বাণী শ্রবণ ও পালনেই মানুষের বৃদ্ধি ও পরিত্রাণ। প্রভুর বাণী শ্রবণ ও পালনেই আমরা হয়ে উঠি তাঁর আপনজন, "যারা পরমেশ্বরের বাণী শোনে ও সেই মতোই কাজ করে, তারাই তো আমার মা, আমার ভাই" *(লুক ৮;২১)*, হয়ে উঠি ধন্য, "বরং তারাই ধন্য, যারা পরমেশ্বরের বাণী শোনে আর তা মেনে চলে" *(লুক ১১:২৮)*। সুতরাং যিশু খ্রিস্ট, যিনি "মানুষের মধ্যে একজন মানুষ" হিসাবে প্রেরিত, তিনি "পরমেশ্বরের বাণীই সকলকে জানিয়ে দেন" *(যোহন ৩:৩৪)*, আর পিতা যে ত্রাণকার্য করার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করেন *(দ্রঃ যোহন ৫:৩৬; ১৭:৪; দ্বিঃ ভঃ মঃ দলিল - ঐশ প্রত্যাদেশ ৪)*।

খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনের ফলপ্রসূতা ও পরিপক্কতা আসে ঐশবাণীতেই। পরমেশ্বর বাণী দ্বারাই বিশ্বজগৎ ও জগতের সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানব ইতিহাসে ও মানব জীবনে নিত্য প্রবাহমান। তাঁর প্রতিটি বাণীই আমাদের জীবনকে সুন্দর ও শুদ্ধ করতে সঠিক নির্দেশ দিতে পারে' *(দ্রঃ ২ তিমথি ৩:১৬)*। তাই প্রতিদিনকার জীবনে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে পবিত্র বাইবেল সমন্ধে জানা, পবিত্র বাণী পাঠ, ধ্যান ও বাণীর আলোকে জীবন যাপন করা ঈশ্বর সন্তান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ঈশ্বর নিজেই আহ্বান করেন; "তোমরা ফলবান হও" *(আদিপুস্তক ১:২৮)*। ঐশবাণী শ্রবণের মধ্য দিয়েই আমরা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে এবং তাঁর পুত্রের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি ও ফলপ্রসূ হতে পারি যার ফল হবে স্থায়ী" *(যোহন ১৫:১৬)*। পবিত্র বাইবেল দিবস সবার জীবনেই নিয়ে আসুক নতুন চেতনা, প্রেরণা ও পর্যাপ্ত ফলপ্রসূতা।

**খ্রিস্টেতে,**

**বিশপ ইম্মানুয়েল কে, রোজারিও**
সভাপতি
খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক এপিসকোপাল কমিশন।

# প্রভুর বাণী শ্রবণে আনন্দ

**নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও সিএসসি**

প্রভুর বাণী মানুষের হৃদয়ে যে সুমধুর আনন্দ বর্ষণ করে, তা এ পৃথিবীর কোনো সুখের সাথে তুলনা করা যায় না। মানবজীবনের তৃষ্ণার্ত অন্তরে এই বাণী যেন স্বর্গীয় স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা, যা শুষ্ক মাটিতে প্রাণ ফিরিয়ে আনে

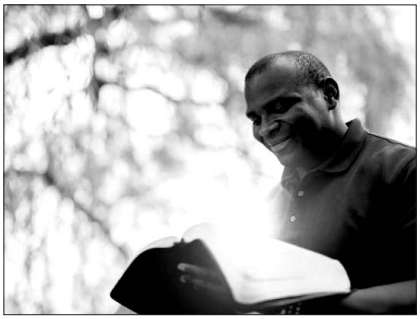

ও অন্ধকার রাতে প্রদীপ জ্বেলে পথ দেখায়। সামসঙ্গীতে রাজা দাউদ বলেছেন, "তোমার বাণী তো প্রদীপের মতো আমায় দেখায় দিশা; তা যেন আমার পথে রেখে দেওয়া আলো।" *(সামসঙ্গীত ১১৯:১০৫)*। এই উক্তি যেমন প্রার্থনা ঠিক তেমনই জীবনের অভিজ্ঞ সত্য।

মানুষ যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়, ক্লেশে নুয়ে পড়ে পথ হারায়, তখন প্রভুর বাণী তার হৃদয়ে অদৃশ্য বলে এক শান্তরেখা আঁকে। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা জেরেমিয়া বলেছিলেন, "যখনই আমার কাছে এসেছে তোমার কোন বাণী, আমি যেন তা গ্রাস করেই নিয়েছি তখন। তোমার বাণী, তা ছিল আমার কাছে কত আনন্দের ধন, কত প্রাণের পুলকেরই ধন!" *(জেরেমিয়া ১৫:১৬)*। সত্যিই, ঈশ্বরের বাক্য মানুষের অন্তরকে নত করে, আবার শক্তিও জোগায় যেন একসাথে কোমল বেলীফুলের সুবাস আর ঝরের জাগরণ।

প্রভুর বাণী শ্রবণ মানে শব্দ শোনা ও আত্মার দ্বার খুলে ঐশরিক সত্যকে অন্তরে ধারণ করা। খ্রিস্টের সেই অমর উক্তি আজও সমান শক্তিতে হৃদয়ে বেজে ওঠে, "কে আমার মা? আর কারাই বা আমার ভাই?" "পরমেশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই তো আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা!" *(মার্ক ৩:৩৩;৩৫)* এই ঘোষণা প্রমাণ করে ঈশ্বরের বাক্যে যে নিজেকে সমর্পণ করে, তার সঙ্গে স্বয়ং যিশুর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা আত্মিক পরিবারের কথা, যেখানে রক্তের সম্পর্ক নয়, প্রভুর বাণীর প্রতি আনুগত্যই আসল বন্ধন। যিশু আরও বলেছেন, "যার কান আছে, সে শুনুক!..." *(মথি ১১:১৫)*। অর্থাৎ সত্য শুনতে হলে কেবল কান থাকলেই হয় না প্রয়োজন বিনম্র মন ও প্রস্তুত হৃদয়। কারণ প্রভুর বাণী কখনো অলস আত্মায় আশ্রয় খোঁজে না; তা খোঁজে পবিত্রতার ক্ষুধা ও সত্যের তৃষ্ণা। যখন কেউ ঈশ্বরের বাণী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে, তখন তার অন্তর পরিবর্তন হতে শুরু করে। অহংকার গলে, লোভ শুকিয়ে যায়, হৃদয় হয়ে ওঠে দয়াময় ও শান্ত।

যিশু সমস্ত মানবজাতিকে আহ্বান করে বলেছেন, "তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দেব!" *(মথি ১১:২৮)*। এই আহ্বান যেমন বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি ঠিক তেমনি আত্মার মুক্তির নিশ্চয়তা। প্রভুর বাণী ক্লান্ত আত্মাকে নবজাগরণ এনে দেয়, যেন শুষ্ক নদীতে হঠাৎ জলস্রোত নেমে আসে। প্রভুর বাণী শ্রবণের আনন্দ ভোরের প্রথম আলোর মতো নরম, নির্মল, তবু শক্তিতে পূর্ণ। যিশু বলেছেন, "শুধুমাত্র রুটি খেয়ে নয়, বরং ঈশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাণীকে সম্বল করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়" *(মথি ৪:৪)*। এই সত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঐশরিক বাণীই মানুষের প্রকৃত খাদ্য, মন ও আত্মার জীবনরস।

ঈশ্বরের বাণী যখন কারও অন্তরে রোপিত হয়, তখন তা ত্রিশ, ষাট, শতগুণ ফল আনে; যেমন যিশুর বীজ বুনিয়ের উপমায় বলা হয়েছে। আর সেই ফল কেবল পৃথিবীর সাফল্য নয়, বরং হৃদয়ের আলো, প্রেম, ক্ষমা, শান্তি ও মহত্ব যা মানুষকে সুন্দরের পথে চালিত করে। আজকের পৃথিবী বিভ্রান্ত, ব্যস্ততা ও শব্দে পূর্ণ। সেখানে একটু নীরব মুহূর্তে প্রভুর বাণী শুনলে মনে হয় আত্মার ওপর যেন শীতল বাতাস বয়ে গেল। লুক রচিত মঙ্গলসমাচার আমাদের বলে, "বরং তারাই ধন্য, যারা পরমেশ্বরের বাণী শোনে আর তা মেনে চলে" *(লুক ১১:২৮)*। এই ধন্যতা বাহ্যিক সমৃদ্ধি নয়, যা এক অভ্যন্তরীণ আলোকোদয়, যা কেবল ঐশরিক সত্যে নিজেকে সমর্পণ করলে অনুভব করা যায়।

প্রভুর বাণী শ্রবণে আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও চিরন্তন শান্তির দরজা। যে হৃদয় ঈশ্বরের বাণীতে সাড়া দেয়, সে হৃদয় আর একা থাকে না; সে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গ লাভ করে। আর সেই সঙ্গই জীবনের সর্বোচ্চ আশীর্বাদ। সুতরাং, বলা চলে প্রভুর বাণী শুনে তার আলোকে জীবন সাজানোই মানুষের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ও সবচেয়ে গভীর আনন্দ। কারণ যারা ঈশ্বরের বাণী শুনে ও তা পালন করে তারাই খ্রিস্টের প্রকৃত পরিবার ও তাঁর সত্যিকারের আপনজন।

**সহায়ক গ্রন্থসমূহ**

১. বন্দোপ্যাধ্যায়, সজল এবং খ্রীষ্টিয়ো মিংঙো, এসজে (সম্পাদক) মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিঃ।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো, এস. জে. (সম্পাদনা): মঙ্গলবার্তা, পুরাতনসন্ধি, কলকাতা, জেভিয়ার প্রকাশনী, ২০০৩।

**প্রয়াত ইউজিন রোজারিও**
জন্ম: ২১-০৪-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭-১১-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

**প্রয়াত মণিকা রোজারিও**
জন্ম: ১৬-১১-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১-০১-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**মা** দেখতে দেখতে ২টি বছর পার হয়ে গেলো, তুমি আমাদেরকে ছেড়ে পরকালে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চলে গেছ। তোমার শুন্যতা আমাদের প্রতিনিয়ত কাঁদায়। তোমরা আছো আমাদের হৃদয়ের মাঝে। আশা ও প্রার্থনা করি স্বর্গে সুখেই আছো।

মা, তুমি না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার পর বাবাও চলে গেল তোমার কাছে। এখন আমরা একেবারে এতিম হয়ে গেলাম। মা ও বাবা স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমাদের আদর্শে ঈশ্বরের পথে চলতে পারি। তোমরা রেখে গেছ আদরের তিন ছেলে ও ছেলে বৌ: মানিক-ঝুমা, লিটন-প্রয়াত শিল্পী, সুনিল ও ডলি আর নাতি-নাতিন ও পুতিন এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন।

গ্রাম-বাগবাড়ী, মঠবাড়ী মিশন
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

# “তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য” (যোহন ৮:৩১)

**সিস্টার ফ্লোরেন্স মিতা দাস এসএসএমআই**

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের নির্দেশনানুসারে মাতা মণ্ডলী সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার পালন করে বিশ্ব পবিত্র বাইবেল দিবস। গত বছর বাইবেল পাঠের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বোঝান হয়েছিল ঐশবাণী শ্রবণের মাধ্যমে খ্রিস্ট ভক্তগণ কিভাবে তাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার জীবনে বেড়ে উঠতে পারে। ঐশবাণী পাঠ ও শ্রবণ করে মানব পরিত্রাণের ইতিহাসে ঈশ্বর কিভাবে মহা পরাক্রমের সাথে তাঁর মহান ও পরিত্রাণদায়ী কাজ সম্পন্ন করেছেন তা আমরা জানতে পারি। তবে ঐশবাণী পাঠের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ঐশবাণী পাঠ ও শ্রবণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। মূল লক্ষ্য হলো: ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বা মাণ্ডলিক গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। আর তা হবে তখন, যখন আমরা তাঁর দেওয়া বিধি-বিধানসমূহ পালন করব; তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করব। তাই এ বছর বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী আমাদের অনুপ্রাণিত করছেন যেন আমরা ঐশবাণীর আদর্শে জীবনযাপন করি, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করি এবং তাঁর বিধি-বিধানসমূহ পালন করি।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা সকলেই ঐশবাণী শ্রবণ, ধ্যান ও পালন করতে আহ্বান পেয়েছি। শুধু খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণই নন, বরং ইস্রায়েল জাতির মানুষেরাও ঈশ্বরের আদেশ ও বিধি-বিধান পালন করতে নির্দেশ পেয়েছিলেন। মোশীর নেতৃত্বে হিব্রু জাতির লোকেরা মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যখন সিনাই পর্বতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলো ঈশ্বর মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন, “তোমরা যদি আমার কথা শুনে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার আপনজন... আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজবংশ, এক পবিত্র জাতি” *(যাত্রা ১৯:৫-৬)*। তারা উত্তরে বলেছিল, “ভগবান যা কিছু করতে বলেছেন, আমরা সমস্তই করব, সমস্তই মেনে চলব” *(যাত্রা ১৯:৭; ২৪:৭)*। এরপর মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করে যখন প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের দ্বার প্রান্তে সেই মোয়াবের ভূমিতে এসে পৌঁছেন তখন মোশী বার বার ঈশ্বরের প্রদত্ত বিধান পালন করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, “আমি আজ তোমাদের সামনে রেখেছি একদিকে জীবন ও সুখ আর অন্যদিকে মৃত্যু ও দুঃখ, একদিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ। তোমাদের ঈশ্বর ভগবানের এই যে সমস্ত আদেশ আমি আজ তোমাদের পালন করতে বলছি, তোমরা যদি তা মেনে চল, তোমার ঈশ্বর ভগবানকে ভালোবাস, তাঁর দেখানো পথে যদি চলতে থাক, তাঁর সমস্ত আদেশ ও বিধিনিয়ম পালন ক’রে চল, তাহলে তোমরা আশিসধন্য হবে। অন্যদিকে, তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর ভগবানের এই সব আদেশ মেনে না চল, এই যে-পথ আমি আজ তোমাদের অনুসরণ করতে বলছি, সেই পথ থেকে সরে যাও .. তাহলে তোমরা অভিশপ্তই হবে” *(দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২৬-৩২; ৩০:১-২০)*। সার কথা হলো: তারা যদি ঈশ্বরের বিধান মেনে চলে তাহলে তারা আশীর্বাদিত হবে কিন্তু যদি তারা তা পালন না করে তাহলে তারা শাস্তি পাবে। যে প্রতিশ্রুত দেশে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হবে।

প্রবক্তাগণও ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করার জন্য সর্বদা আহ্বান জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে, “পরমেশ্বরের বিধান যে নিশি দিন জপ করে (শ্রবণ ও পালন করে) সে যেন জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষেরই মতো, যা যথাসময়ে ফল দেয়, যার পাতা কখনো ম্লান হয় না। আর সে যা কিছু করে তাতেই সে সফলতা পায়” *(সাম ১:২-৩)*। অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হিসেবে ইস্রায়েল জাতি যদি ফলপ্রসু হতে চায় এবং সেই প্রতিশ্রুত দেশে আজীবন বাস করতে চায় তাহলে তাদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের দেওয়া বিধিনিষেধ পালন করা।

খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমাদেরও একান্ত কর্তব্য হলো খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া সকল বিধি বিধান এবং খ্রিস্টের দেখানো সকল আদর্শ ও আদেশ পালন করা। এ ব্যাপারে প্রভু যিশু নিজেই বলেছেন, “আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে” *(মথি ৭:২১)*। তিনি আরো বলেছেন, “যে কেউ আমার এই সব কথা শোনে ও মেনে চলে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে পাথরের ভিতের ওপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল, ঝাপিয়ে পড়ল বাড়িটার ওপর; কিন্তু তবুও বাড়িটা ভেঙ্গে পড়ল না, কারণ পাথরের ওপর গাঁথা ছিল তার ভিত” *(মথি ৭:২৪-২৫)*।

বর্তমান বাস্তবতায় খ্রিস্টের অনুসারীগণই হলো নতুন ইস্রায়েল *(রোমীয় ৯-১০; ১ পিতর ২:৯)*, যারা যিশু খ্রিস্টের রক্তের বিনিময়ে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নতুন সন্ধি স্থাপিত হয়েছে *(১ করিন্থীয় ১১:২৫; মথি ২৬:২৭-২৮)*। আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এক নতুন বিধান। যিশু নিজে এই বিধান পালন করেছেন এবং আমাদেরও তা পালন করতে আদেশ করেছেন *(যোহন ১৩:৩৪-৩৫)*। ঈশ্বরের সাথে আমাদের পিতা-সন্তানের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার জন্য এই বিধান (ঈশ্বরের ইচ্ছা) পালন করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে *(মথি ৬:৮-১৫)*।

খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে মণ্ডলীর পিতৃ পুরুষগণও ঐশবাণী শ্রবণ, বিশ্বাস, ধ্যান ও পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ঐশ প্রত্যাদেশ বিষয়ক সংবিধানে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ঐশবাণী শ্রবণের সঙ্গে যে বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলো হলো: মনোযোগ সহকারে ঐশবাণী পাঠ ও শ্রবণ করা, গ্রহণ ও বিশ্বাস করা, এগুলো নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করা এবং সেই বাণী অনুসারে জীবন-যাপন করা। অর্থাৎ শুধুমাত্র ঐশবাণী শ্রবণ ও পাঠ করার মধ্যে যেন আমরা সীমাবদ্ধ না থাকি বরং ঈশ্বরের আদেশ বা বিধান পালন করি। যে বিষয়টি এখান থেকে স্পষ্ট তা হলো: ঐশবাণী অনুসারে জীবন-যাপন করা খ্রিস্টভক্তদের

মৌলিক দায়িত্ব। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস তার (Aperuit Illis [on the WORD OF GOD]) কাথলিক খ্রিস্টভক্তদের নির্দেশনা দিতে গিয়ে ঐশবাণীকে ঈশ্বরের জীবন্ত এবং সক্রিয় কণ্ঠস্বর হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা বিশ্বাস, জীবন এবং খ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হলো: কেন আমাদের ঐশবাণী অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে?

প্রভু যিশু খ্রিস্টের শিক্ষার মধ্যেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। যিশু বলেছেন, "যারা আমাকে 'প্রভু! প্রভু!' বলে ডাকে তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, তা নয়। বরং আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে" *(মথি ৭:২১)*। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য বা অনন্ত জীবন পাবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা ঐশবাণীর মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, সে অনুসারে জীবন-যাপন করা আবশ্যক।

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে" *(যোহন ১৪:১৫)*। তিনি এ-ও বলেছেন, "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য" *(যোহন ৮:৩১)*। "তোমরা আমার বন্ধু - অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই কর" *(যোহন ১৫:১৪)*। খ্রিস্ট বিশ্বাসী আমরা যারা নিজেদের যিশুর শিষ্য বলে দাবী করি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো যিশুর আদেশ পালন করা এবং তার শিক্ষানুসারে জীবন-যাপন করা। তাহলেই আমরা তার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারব এবং তার সাক্ষ্য বহন করতে পারব। এক্ষেত্রে তার আরেকটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যে কেউ আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা!" *(মথি ১২:৫০)*। অর্থাৎ যিশু ও তাঁর পিতার (ঈশ্বরের) সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা আমরা যিশুর শিক্ষার মধ্য দিয়ে পাই এবং যা ঐশবাণী রূপে আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, অনুসারে জীবন-যাপন করা।

বীজ বপনের উপমা কাহিনী অনুসারে যে সকল বীজ রাস্তার ধারে, পাথুরে জমিতে এবং কাটা ঝোপে পড়েছিল সেই সকল বীজ থেকে কোন ফসল উৎপন্ন হয়নি। কিন্তু যে সকল বীজ উত্তম জমিতে পড়েছিল সেগুলো ফসল দিল কোনটা ত্রিশ গুণ, কোনটা ষাট গুণ, আবার কোনটা একশো গুণ *(মথি ১৩:৩-৯, ১৮-২৩)*। প্রথম তিন ধরণের জমিতে বা হৃদয়ে বপন করা বীজ সামান্যতম ফসল দিতেও ব্যর্থ হল। তার কারণ হল: এই সকল মানুষ ঐশবাণী শ্রবণ ও বিশ্বাস করলেও তারা এই বাণী নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করে না এবং বাণী অনুসারে জীবন-যাপনও করে না। অপরদিকে, উত্তম জমিতে বা হৃদয়ে পরা বীজ বিভিন্ন পরিমাণে ফসল উৎপাদন করল। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি ঐশবাণী পাঠ ও শ্রবণের পর তা নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করে, জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে, ঐশবাণীর আলোকে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ ক'রে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুধাবণ ক'রে নিজেদের জীবনে তা পালন করে তারাই জীবনে ফলপ্রসূ হয়।

দ্রাক্ষালতার উপমা দিতে গিয়ে যিশু বলেছেন, "আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা হলে শাখা প্রশাখা। যে আমার মধ্যে থাকে আর আমি যার মধ্যে থাকি, সে-ই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে। ... তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক, আমার বাণীও যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমরা যা-ইচ্ছা যাচ্না করতে পার, তোমরা তা পাবেই। তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও আর এইভাবে আমার যথার্থ শিষ্যই হয়ে ওঠ, তাতে আমার পিতার মহিমাই তো প্রকাশ পাবে *(যোহন ১৫:৫-৮)*। অর্থাৎ যিশুর প্রকৃত শিষ্যরূপে ফলপ্রসু হতে চাইলে আমাদেরকে যিশুর মধ্যে বাস করতে হবে এবং যিশুকে আমাদের মধ্যে বাস করতে দিতে হবে। এর অর্থ হল: যিশুর বাণী অনুসারে জীবন-যাপন করলেই কেবল আমরা তার যথার্থ শিষ্য রূপে ফলপ্রসূ হতে পারব।

যিশু আরো বলেছেন, "যদি আমার সমস্ত আদেশ পালন কর, তবেই তোমরা আমার ভালবাসার আশ্রয়ে থাকবে, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আদেশ করেছি আর আছি তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে" *(যোহন ১৫:১০)*। অর্থাৎ আমরা যদি যিশুকে ভালবাসতে চাই এবং তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে থাকতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই তার সকল আদেশ, যা আমরা ঐশবাণীর মাধ্যমে জানতে পারি, পালন করতে হবে।

তার আদেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে! আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য!" *(যোহন ১৩:৩৪-৩৫)*।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, যদি আমরা যিশুর প্রকৃত শিষ্য হতে চাই, যিশু ও তাঁর পিতার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই, তাঁদের ভালোবাসার আশ্রয়ে বাস করতে চাই, তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রার্থনার উত্তর চাই, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে ফলপ্রসূ হতে চাই, পরিত্রাণ পেতে চাই *(মথি ১৯:২৩-২৬)*, প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে চাই এবং শাশ্বত জীবন লাভ করতে চাই *(মথি ১৯:১৬-২০)* তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ঐশবাণী অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে।

**এখন প্রশ্ন হলো:** মানুষ হিসেবে আমরা দুর্বল। আমাদের পক্ষে সব সময় ঈশ্বরের সকল আদেশ মেনে চলা কি সম্ভব? উত্তর হলো, কঠিন হলেও সম্ভব। কেননা আমাদের পক্ষে অসম্ভব তেমন কোন কিছুই ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে দাবী করেন না। মানুষ হিসেবে আমরা দুর্বল বলেই তিনি তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের সক্ষম করে তোলেন। আর তাই সাধু পল আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন, "প্রভু আমাকে বলেছেন, 'আমার অনুগ্রহই তোমার পক্ষে যথেষ্ট! মানুষের দুর্বলতার মধ্যেই তো আমার শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ!' তিনি তাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, "যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি তো শক্তিমান" *(২ করিন্থীয় ১২:৯, ১০)*।

এ প্রসঙ্গে মাতা মণ্ডলী আমাদের সামনে পুণ্যময়ী মা মারীয়া, প্রেরিত শিষ্যগণ, সাক্ষ্যমরগণ ও সাধু-সাধ্বীগণদেরকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে ও ঐশবাণীর আলোকে জীবন-যাপন করে আমাদের সামনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। খ্রিস্টের আদেশ ও আদর্শ পালন করতে গিয়ে তারা অতি নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, এমনকি অকাল ও নির্মম মৃত্যুকেও বরণ করে নিয়েছেন। এভাবে তারা প্রমাণ করেছেন যে, ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলা ও ঐশবাণীর আদর্শে জীবন-যাপন করা চ্যালেঞ্জপূর্ণ হলেও অসম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন একাগ্রতা, সচেতনতা, সদিচ্ছা, ধৈর্য, আত্ম-ত্যাগ, সাধনা, ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস, আশা, ভরসা ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা আমরা ঐশবাণী ধ্যান-প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ রূপে লাভ করি। এটি একটি দীর্ঘ সাধনার পথ। আধ্যাত্মিক এই সাধনায় ঐশবাণীতে বর্ণিত সকল আদেশ ও আদর্শগুলো এক সঙ্গে পালন করার প্রয়োজন নেই, বরং যে কোন একটা আদর্শ নির্ধারণ করে তা পালনের জন্য সচেতন ও আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। প্রথম প্রথম সেই আদর্শটি সব সময় শত ভাগ পালন করা সম্ভব হয় না, এটাই স্বাভাবিক। একবার সফল হলে হয়তো পাঁচ বার বিফল হতে হয়। এতে নিরাশ হতে হয় না, নিজেকে বা অন্যকে দোষারোপ করতে হয় না, বরং সফলতা-বিফলতা উভয়কেই প্রার্থনার আকারে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করতে হয়, উভয়ের জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং অনুগ্রহ চাইতে হয় যেন ধীরে ধীরে ব্যর্থতার পরিমাণ কমে আসে এবং সফলতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। একদিন হয়তো বেশী সফল হই, পরের দিন হয়তো বেশী বিফল হই, এটাই স্বাভাবিক। সফলতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যেমন আমাদের আনন্দিত

করেন, বিফলতার মধ্য দিয়ে তেমনি তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন, তাঁর ইচ্ছা বুঝতে শেখান, তাঁর উপর নির্ভরশীল হতে শেখান। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীরতর হতে শুরু করে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার পথে আমরা পরিপক্কতা অর্জন করতে শিখি। তাঁর আদেশ ও আদর্শ পালনের এই যাত্রায় সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর ও পূর্ণতা পেতে থাকে। দীর্ঘ সাধনার পর যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এখন আমরা আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়েই ঐশ আদর্শটি অনুসারে সফল ভাবে জীবন-যাপন করতে পারছি তখন এ-ও অনুধাবণ করতে পারি যে, একটি আদর্শ অনুশীলন করতে গিয়ে অন্য যে সকল আদর্শ এটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলোও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় অনুশীলন করে চলেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ যদি অষ্টকল্যাণ বাণীর প্রথম আদর্শটি অনুশীলন করতে আরম্ভ করে তাহলে দেখা যাবে সে ধীরে ধীরে নম্র, বিনয়ী, কোমলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, আত্মত্যাগী এবং ছোট বড় অনেক ধরণের নির্যাতন, বিরোধীতা, অপমান, অপবাদ সহ্য করতে শিখেছে ঈশ্বর ও খ্রিস্ট যিশুর প্রতি তার ভালোবাসা এবং মঙ্গলবাণীর কারণে। এই সাধনার পথে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিঘ্ন, পরীক্ষা-প্রলোভন, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কের গভীরতায় পৌঁছতে পারে। তাই আধ্যাত্মিক সাধনায় বাঁধাপ্রাপ্ত হলে বা বিফল হলে নিরাশ হতে হয় না বা নিজেকে ও অন্যকে দোষারোপ করতে হয় না, বরং এগুলো নিয়েই প্রার্থনার জীবনকে শক্তিশালী করে তুলতে হয় এবং এই পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে শিখতে হয়। ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের উপর ভরসা করে পুনরায় অনুশীলন করতে শুরু করতে হয়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "তোমরা ঐশবাণী অনুসারেই কাজ ক'রে চল; নিজেদের প্রবঞ্চনা ক'রে শুধু তা শুনেই ক্ষান্ত থেকো না। যে-বিধান মুক্তি এনে দেয় সেই পরম বিধান শোনার পর যে লোক তা ভুলে যায় না, বরং সেই মতোই কাজ করে চলে- সেই লোক তার কাজের মধ্য দিয়ে সুখীই হবে" *(যাকোব ১:২২, ২৫)*।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামায় বলা হয়েছে যে, খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় কর্মভার পেয়েছেন এবং এই দায়িত্বসমূহ পালনের মাধ্যমে তাদের হয়ে উঠতে হবে পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতির জীবন্ত চিহ্ন *(মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা, নং ১৫, পৃ: ৪৪৩)*। আবার এ-ও বলা হয়েছে, খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসাপূর্ণ তথা মঙ্গলসমাচারের আদর্শে জীবন-যাপনের মাধ্যমে এ জগতে ঐশ প্রেমের সাক্ষ্য বহন করা *(ভক্ত জনসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ বিষয়ক নির্দেশনামা, নং ১৬, পৃ: ৩৮০-৮১)*।

তাই আসুন, ঐশবাণী ও মাতা মণ্ডলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা মঙ্গল সমাচারের আদর্শে ব্যক্তি জীবন গঠন ক'রে পারিবারিক, এবং পেশাগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে খ্রিস্টীয় আদর্শপূর্ণ অবদান রাখি। এ সকল ক্ষেত্রে মঙ্গলবাণীর হাতিয়ার হয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও দুর্নীতি মুক্ত পরিবার ও সমাজ গঠনে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এ জগতে আমরা লবণ ও আলো হয়ে উঠি *(মথি ৫:১৩-১৬)*। জীবন ভর এই সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাব, খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠতে পারব, ফলপ্রসূ হতে পারব, তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে বাস করতে পারব, মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্য বহন করতে পারব, এ জগতে সুখি হব, পরিত্রাণ পাব, প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব এবং শাশ্বত জীবনের অধিকারী হতে পারব। তাই আসুন, আমরা ঐশবাণী শ্রবণ, ধ্যান ও পালন করার সাধনায় ব্রতী হই। ৯

**Ignatius Purification**

Date of Birth - 20 October 1936

Date of Expiry - 21 January 1999

**আমাদের প্রিয় পিতা** ছিলেন প্রজ্ঞা, আদর্শ ও আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর স্নেহভরা জীবনদর্শন, দৃঢ় নৈতিকতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আজও আমাদের চলার পথে আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখায়। সময়ের ব্যবধানে তিনি শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে না থাকলেও, তাঁর স্মৃতি, শিক্ষা ও সুকর্ম চিরকাল আমাদের হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

**স্মরণে,**

**সহধর্মিণী:** এডনা পিউরিফিকেশন
এবং পরিবারবর্গ

**Theophil Purification**

Date of Birth - 30 May 1966

Date of Expiry - 18 July 2025

**আমাদের প্রিয় ভাই** ছিলেন একজন স্নেহশীল, মানবিক ও দায়িত্বশীল মানুষ। তাঁর কোমল ব্যবহার, সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা আমাদের হৃদয়ের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর অকালপ্রয়াণ আমাদের জীবনে এক অপূরণীয় শূণ্যতা রেখে গেছে। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

**স্মরণে,**

**মা:** এডনা পিউরিফিকেশন
**সহধর্মিণী:** সীমা ক্লারা রোজারিও
**পুত্রবর্গ:** কৌশিক, কিথ ও কাবিথ

বিজ্ঞ/১১/২৬

# ঐশবাণী শ্রবণ, অঙ্গীকার ও শুচি-জীবনের ফলপ্রসূতা

**ম্যাক্সিমিলিয়ান রাবণ**

ঐশবাণী হচ্ছে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার প্রাণ এবং খ্রিস্ট জীবনের মেরুদণ্ড। এটি কেবল পড়া বা শোনার বিষয় নয়; বরং এটি ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ, যা মানুষের হৃদয়, জীবন ও আচরণকে রূপান্তরিত করে। ঐশবাণী শ্রবণ থেকে জন্ম নেয় বিশ্বাস, বিশ্বাস শুচি জীবনের ফলপ্রসূতা বয়ে এনে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা নিশ্চিত করে। বাইবেলের হিব্রু ও নতুন নিয়মের পত্রসমূহে ঐশবাণীকে জীবন্ত, কার্যকর এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

**ঐশবাণীর অর্থ:** "ঐশবাণী" বলতে বোঝায় ঈশ্বরের সেই বাক্য, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে, তাঁর ইচ্ছাকে এবং তাঁর মুক্তির পরিকল্পনাকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ঐশবাণী হচ্ছে ঈশ্বরের নিজস্ব আত্মপ্রকাশ। ঈশ্বর তাঁর বাণীর মাধ্যমে মানুষকে ডাকেন, সংশোধন করেন, আদেশ করেন এবং নতুন জীবন দান করেন। পবিত্র বাইবেলের হিব্রু পুস্তক ১১ অধ্যায় অনুযায়ী, ঐশবাণী হলো ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম আদেশ, যার মাধ্যমে তিনি শূন্যতা থেকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অস্তিত্বে আনেন এবং সুসংগঠিত করেন; হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রের ১১:৩ পদে ঘোষণা করা হয়েছে যে বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করি-দৃশ্যমান জগৎ দৃশ্যমান বস্তু থেকে নয়, বরং অদৃশ্য ঈশ্বরের বাণীর শক্তিতে গঠিত হয়েছে, যা প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের বাণী সৃষ্টিশীল, জীবন্ত ও কার্যকর, এবং মানববুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে বিশ্বাসের আলোতেই তা সত্যরূপে অনুধাবন করা যায়। ঐশবাণী কখনোই নিষ্ক্রিয় নয়; বরং এটি সর্বদা কার্যকর, রূপান্তরকারী এবং জীবনদায়ক।

তিমথির কাছে সাধু পলের পত্রের মধ্যে ঐশবাণী সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: ঐশবাণী হলো ঈশ্বরপ্রণোদিত, সত্যে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী পবিত্র শাস্ত্র, যা মানুষকে খ্রিস্ট যিশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জ্ঞান দান করে এবং শিক্ষা, সংশোধন, তিরস্কার ও ধার্মিকতায় অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের চরিত্র গঠন করে; এই বাণীই সত্য শিক্ষা রক্ষা করে, ভ্রান্তি প্রতিহত করে এবং ঈশ্বরের মানুষের জীবন ও সেবাকাজকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করে *(২ তিমথি ৩:১৫-১৭)*। সুতরাং ঐশবাণী কেবল লেখা বা উচ্চারিত শব্দ নয়; বরং ঈশ্বর নিজেই মানুষ হয়েছেন। "আদিতে ছিলেন বাণী এবং বাণী দেহ ধারণ করলেন" *(যোহন ১:১, ১৪)* যিশু খ্রিস্টই ঈশ্বরের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ঐশবাণী। তাঁর জীবন, শিক্ষা, যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান-সবকিছু মিলিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার জীবন্ত প্রকাশ। যিশুকে শোনা মানেই ঈশ্বরকে শোনা।

**ঐশবাণীর জীবন্ত প্রকৃতি; হৃদয়-রূপান্তরের উৎস:** ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে মানুষের জীবনে আলো, সত্য, ন্যায় ও রূপান্তরের উৎস। পবিত্র শাস্ত্র অনুযায়ী-ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত, শক্তিশালী এবং কার্যকর। অর্থাৎ এটি শুধু অতীতের ইতিহাস নয়, আজও মানুষের জীবনে কাজ করে এবং পরিবর্তন ঘটায়। ঐশবাণী হৃদয়ে পৌঁছালে তা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে, গভীরভাবে বিবেককে জাগায় এবং ভুল পথে চলা জীবনকে সঠিক দিশা দেখায়।

ঐশবাণীর প্রকৃত শক্তি হলো এর রূপান্তরক ক্ষমতা। এটি মানবচরিত্রে নতুন আলো প্রজ্বলন করে, সত্যকে উন্মোচন করে, পাপ ও দুর্বলতার আবরণ সরিয়ে দেয়। মানুষ যখন বিনম্র হৃদয়ে ঐশবাণী গ্রহণ করে, তখন তার জীবনে আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা জন্ম নেয়। ফলে জীবন ধীরে ধীরে নতুন রূপ পায় এবং ব্যক্তি হয়ে ওঠে ঈশ্বরকেন্দ্রিক ও নীতিনিষ্ঠ। ঐশবাণীর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-উন্মোচন, শোধন এবং রূপান্তর। এই তিন শক্তিই বিশ্বাসীর হৃদয়ে শিকড় গাড়লে জীবন বদলাতে থাকে। তাই ঐশবাণী শ্রবণ মানে শুধু শোনা নয়, এ হলো ঈশ্বরের আলোয় নিজেকে পুনর্গঠনের একটি ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া।

**ঐশবাণী শ্রবণ (খ্রিস্টান আধ্যাত্মিকতার গোপন ভিত্তি):** ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ খ্রিস্টান আধ্যাত্মিকতার প্রাথমিক ধাপ। খ্রিস্টান জীবন শুরু হয় শ্রবণ দিয়ে, কারণ শোনা ছাড়া বিশ্বাস জন্মায় না। 'শ্রবণ' বলতে শুধু বাহ্যিক শব্দ শোনা বোঝানো হয় না; বরং বোঝানো হয় হৃদয়ের গভীর মনোযোগ, বিনয়, অনুশোচনা ও গ্রহণযোগ্যতা। অনেকেই ঐশবাণী শোনে, কিন্তু সবাই তা গ্রহণ করে না। অহংকারে পূর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা জাগতিকতায় আচ্ছন্ন হৃদয় ঈশ্বরের বাণীর প্রতি আগ্রহ হতে পারে না। যে মন অহংকারে পূর্ণ, যে হৃদয় উদ্বেগে এলোমেলো, যে মনোভাব বিদ্বেষে অভ্যস্ত-সে ঐশবাণী শুনতে পারে না। সত্যিকার শ্রবণ তখনই ঘটে, যখন মানুষ নিজের ইচ্ছাকে নত করে ঈশ্বরের ইচ্ছার সামনে দাঁড়ায়। বাইবেল বলে-"শ্রবণ থেকে জন্ম নেয় বিশ্বাস *(রোমীয় ১০:১৭)*।" তাই শ্রবণ কোনো ঐচ্ছিক কাজ নয়; এটি খ্রিস্টীয় জীবনের মেরুদণ্ড। কিন্তু শ্রবণ শুধুই শব্দ শোনা নয়। হৃদয়ের কান খোলা না থাকলে সত্যিকার অর্থে শ্রবণ ঘটে না। ঈশ্বরের বাণী গ্রহণের জন্য প্রয়োজন নীরবতা, বিনয়, স্থিরতা এবং গ্রহণক্ষমতা।

ঐশবাণী তখনই ফলবান হয় যখন শ্রোতা শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনে না, বরং প্রস্তুত মন নিয়ে শোনে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণীর প্রতি তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শ্রবণ করে, তার হৃদয় উর্বর মাটির মতো হয়ে ওঠে। সেই মাটিতে বাণী বীজের মতো শিকড় গাঁথে এবং ফল উৎপন্ন করে।

**বাইবেলের আলোকে শ্রবণের পথ:** যিশুর শিক্ষায় শ্রবণ একটি পুনরাবৃত্ত কেন্দ্রবিন্দু। "বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত" *(মথি ১৩:১-২৩)* শ্রবণের প্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। যিশু চার ধরনের মাটির কথা বলেন-যেগুলো আসলে মানুষের চার ধরনের হৃদয়।

প্রথম মাটি হলো পথের ধারে-যেখানে বাণী কানে আসে কিন্তু হৃদয়ে পৌঁছায় না। দ্বিতীয় মাটি পাথুরে-যেখানে বাণী প্রথমে আনন্দ দেয়, কিন্তু গভীর শিকড় গাঁথতে পারে না। তৃতীয় মাটি কণ্টকময়-যেখানে জীবনের দুশ্চিন্তা, লোভ, আর ভোগবিলাস বাণীর বিকাশকে দমিয়ে ফেলে। চতুর্থ মাটি উর্বর-যেখানে বাণী গ্রহণ করা হয়, পালন করা হয় এবং প্রচুর ফল ফলায়।

**এই দৃষ্টান্ত আমাদের শেখায়: শ্র**বণ শুধুই শোনা নয়; এটি গ্রহণ, পালন এবং ফল ধরা পর্যন্ত একটি যাত্রা। হৃদয় যত বেশি উন্মুক্ত, শান্ত ও ঈশ্বর-নির্ভর হয়, শ্রবণ ততই ফলবান হয়ে ওঠে।

শ্রবণ থেকে জন্ম নেয় আধ্যাত্মিক জাগরণ; ঐশবাণী শ্রবণের প্রথম ফল হলো অন্তরের জাগরণ। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী শোনে, তার মধ্যে প্রথমে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে শুরু করে-আমি কে, আমার দুর্বলতা কোথায়, ঈশ্বর আমাকে কী শেখাচ্ছেন।

এই আধ্যাত্মিক জাগরণ তিনটি ধাপে ঘটে। প্রথমত, মানুষ নিজের পাপ ও

দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের দয়ার গভীরতা উপলব্ধি করে এবং রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। তৃতীয়ত, সে পরিবর্তনের দিকে এক নতুন মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যায়-একটি নবজীবনের প্রত্যাশায়।

ঐশবাণী শ্রবণ মানুষের বিবেককে জাগায়। বিবেক জেগে উঠলে মানুষ আর আগের মতো জীবনযাপন করতে পারে না। সে সত্যের পথে হাঁটার প্রেরণা পায় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে।

**ঐশবাণী শ্রবণ থেকে অঙ্গীকার (খ্রিস্টজীবনের প্রকৃত রূপান্তর):** ঈশ্বরের বাণী শোনা এক ব্যাপার, কিন্তু জীবনকে বাণীর হাতে তুলে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। শ্রবণ যদি হয় আধ্যাত্মিক যাত্রার শুরু, তাহলে অঙ্গীকার সেই যাত্রার অগ্রগতি ও গভীরতা। খ্রিস্টীয় জীবন কখনোই শুধু শুনে পূর্ণতা পায় না; তা পূর্ণ হয় পালন ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে।

অঙ্গীকার মানে হলো-আমি ঈশ্বরের বাণীকে শুধু শুনব না, বরং তার আলোতে জীবন গড়ব। এটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক সংকল্প, যার কেন্দ্র হলো আনুগত্য। যিশু বলেছিলেন-"যে আমার কথা শোনে এবং পালন করে, সে জ্ঞানী মানুষ।" তাই অঙ্গীকারই শ্রবণকে সত্যিকারভাবে মূল্যবান করে তোলে।

অঙ্গীকার সহজ নয়। মানুষের দুর্বলতা, প্রলোভন, অভ্যাস, সামাজিক চাপ-সবই বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু ঐশবাণী মানুষকে সাহস দেয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে শক্তি দেয়, যাতে সে প্রতিদিন নতুন করে বাণীর আলোতে পথ চলতে পারে। শ্রবণ বীজের মতো; অঙ্গীকার সেই বীজকে গাছ হতে সাহায্য করে।

**শ্রবণ থেকে শুচি জীবন (ঐশবাণীর বাস্তব রূপ):** ঐশ বাণীর সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হলো মানুষকে শুচি জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া। শুচিতা মানে শুধু বহিঃরঙ্গ পরিচ্ছন্নতা নয়; এটি মন, বিবেক, চিন্তা, কথা ও আচরণের বিশুদ্ধতা। সুতরাং ঐশবাণী কেবল বাহ্যিক শিক্ষা নয়, বরং মানুষের অন্তরের গভীর বিবেককে জাগ্রত করে, পাপের ত্রুটি প্রকাশ করে এবং অনুতাপের মাধ্যমে অন্তরের প্রকৃত রূপান্তর সাধন করে; এই শুচিতা কেবল আচার-ব্যবহারে সীমাবদ্ধ নয়, বরং চিন্তা, ভাষা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করে, আত্মসংযম, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আহ্বান জানায় এবং পবিত্র জীবনের দিকে পরিচালিত করে- "তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র" *(১ পিতর ১:১৬)*। তাই ঐশবাণী শ্রবণ কেবল শোনার বিষয় নয়; তা জীবনে প্রয়োগ করা অপরিহার্য, যেমন প্রেরিত যাকোব স্মরণ করিয়ে দেন, "কেবল বাক্যের শ্রোতা হয়ো না, কর্মী হও" *(যাকোব ১:২২)*। সত্যিকারভাবে কার্যকর এই ঐশবাণী মানুষের সম্পর্ককে শুদ্ধ করে, ক্ষমা ও নম্রতা শেখায়, ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করে, এবং খ্রিস্টের ন্যায় চরিত্র ও জীবনযাপনকে বিকশিত করে *(মথি ১৮:২১-২২; যোহন ১৩:৩৪; ফিলিপীয় ২:৫)*।

শুচি জীবন তখন গড়ে ওঠে যখন ঐশবাণী মানুষের হৃদয়ের অভ্যাস বদলে দেয়। চিন্তায় পবিত্রতা আসে, কথায় মধুরতা আসে, আচরণে ন্যায় আসে, এবং সম্পর্কের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসা প্রবাহিত হয়। শুচি মানুষ ক্ষতিকর অভ্যাস ছাড়ে, অসৎ আচরণ ত্যাগ করে এবং নৈতিক সিদ্ধান্তে দৃঢ় হয়। ঐশবাণী মানুষের ভিতরে এমন একটি আলো জ্বালায় যা মন্দকে প্রতিহত করে এবং সৎ-কে গ্রহণে সহায়তা করে। শুচিতা কোনো হঠাৎ অর্জন নয়; এটি ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফল। প্রতিদিনের শ্রবণ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে শুচিতা ধীরে ধীরে জীবনের চরিত্র হয়ে ওঠে।

**খ্রিস্টজীবনে ফলপ্রসূতা (বাণীর বাস্তব ফল):** ঐশবাণী শ্রবণ ও অঙ্গীকারের চূড়ান্ত ফল হলো জীবনের ফলপ্রসূতা। এই ফলপ্রসূতা ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক-সব ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়।

প্রথমত, চরিত্রে দৃঢ়তা জন্ম নেয়। বাণী মানুষকে সততা, ন্যায়, ধৈর্য, আত্মসংযম ও সাহসের পথে পরিচালিত করে। সে আর পরিস্থিতির চাপে ভেঙে পড়ে না; নীতির পক্ষে দাঁড়াতে শেখে।

দ্বিতীয়ত, সম্পর্ক পুনর্গঠিত হয়। বাণী মানুষকে ক্ষমা করতে শেখায়, বিনয়ী হতে শেখায় এবং দয়া প্রদর্শন করতে শেখায়। ফলে পরিবার, সমাজ ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুস্থ, স্থিতিশীল ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, অন্তরে জন্ম নেয় ঈশ্বরীয় শান্তি। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণীর পথে হাঁটে, তার হৃদয়ে উদ্বেগ কমে এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়। সে আনন্দের উৎস খুঁজে পায় ঈশ্বরের নৈকট্যে।

শেষে, আধ্যাত্মিক ফলধারণ ঘটে। পবিত্র আত্মার ফল-প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মঙ্গল, বিশ্বাসযোগ্যতা, নম্রতা, আত্মসংযম-এগুলো জীবনকে গঠনময় করে তোলে এবং বিশ্বাসীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে।

**ঐশবাণীর শ্রবণ ও অঙ্গীকার (বাস্তব অনুশীলন):** ঐশবাণী ফলপ্রসূ করতে হলে শ্রবণ ও অঙ্গীকারকে জীবনের অংশ করে নিতে হয়। প্রথমত, প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও ধ্যানের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ছোট একটি পদ যদি মনোযোগ দিয়ে ধ্যান করা হয়, তবে তা অসাধারণ শক্তি দেয়।

দ্বিতীয়ত, নীরবতা অপরিহার্য। মন যদি কোলাহলে ভরে থাকে, ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনা যায় না। প্রতিদিন কিছু সময় নীরবে ঈশ্বরের সামনে থাকা শ্রবণকে গভীর করে।

তৃতীয়ত, বাণীকে জীবনের সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কাজ, পরিবার, অর্থ, সম্পর্ক-সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছার আলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়া শ্রবণের বাস্তব প্রয়োগ।

চতুর্থত, ঐশবাণীকে অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতা করে নিতে হবে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রার্থনাসভা-যেখানে পারা যায়, সেখানে বাণীর আলো ছড়াতে হবে। এতে নিজস্ব শ্রবণ আরও শক্তিশালী হয়।

**ঐশবাণী শ্রবণের বাধা ও তার সমাধান:** ঐশবাণী শ্রবণের প্রধান বাধা হলো মানসিক কোলাহল। ভয়, উদ্বেগ, সামাজিক ব্যস্ততা, প্রযুক্তির চাপ-এসব মনকে বিশৃঙ্খল করে। এই বাধা অতিক্রম করতে নিয়মিত নীরবতা ও প্রার্থনা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বাধা হলো সময়ের অভাব। মানুষ ভাবে-বাইবেল পড়ার সময় নেই। অথচ দিনের শুরুতে বা শেষে মাত্র পাঁচ মিনিট দিলেও শ্রবণের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

তৃতীয় বাধা হলো প্রলোভন ও দুর্বলতা। জীবনের নানা অনৈতিক টানাপোড়েনে শ্রবণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্যা কাটাতে আধ্যাত্মিক গুরুর সহায়তা প্রয়োজন।

চতুর্থ বাধা হলো আধ্যাত্মিক অনাগ্রহ। কখনো মন চায় না। তখন ছোট পদ পড়া, গীতসংহিতা ধ্যান, অথবা প্রশান্ত সঙ্গীত সহায়ক হতে পারে।

**শ্রবণ থেকে শুচি জীবন, শুচি জীবন থেকে ফলপ্রসূতা:** ঐশবাণীর যাত্রাপথ তিন ধাপ-শ্রবণ, অঙ্গীকার এবং শুচি জীবন। শ্রবণ হলো বীজ, অঙ্গীকার হলো শিকড়, এবং শুচি জীবন হলো সেই গাছের ফল। এই তিন ধাপ ছাড়া খ্রিস্টজীবন অসম্পূর্ণ। ঐশবাণীর শ্রোতা সেই ব্যক্তি যিনি নীরব হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেন, আনুগত্যে জীবন চালান, এবং পবিত্রতার পথে প্রতিদিন নতুন করে নিজেদের গড়ে তোলেন। ঈশ্বরের বাণী তার জীবনে আলো, শক্তি, দিশা ও শান্তি এবং পবিত্রতা এনে দেয়। সবশেষে সত্যটি স্পষ্ট- ঐশবাণী শ্রবণ শুধু একটি ধর্মীয় অভ্যাস নয়; এটি খ্রিস্টজীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস। যে শ্রবণ করে, সে পবিত্র হয়; যে পবিত্র হয়, সে ফলবান হয়; আর যে ফলবান হয়, সে পৃথিবীর মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে।

# নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

(গত ০১ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

**খ. খ্রিস্টপ্রসাদ মঞ্জুষা *(Tabernacle)*:** খ্রিস্টমণ্ডলী হল খ্রিস্টের 'নিগূঢ় দেহ' বা 'অতিন্দ্রিয় দেহ'। সাধু পল মণ্ডলীকে 'খ্রিস্টের দেহ' এবং 'ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির' বলে বর্ণনা করেছেন (দ্র. রোমীয় ১২:৫, ১ করি ৩:১৬, ১ করি ১২:২৭, এফে ১:২৩)। খ্রিস্ট প্রভু বলেছেন : "আমি আঙুর লতা, তোমরা শাখা-প্রশাখা। আমার সাথে যুক্ত থাকলে তোমরা হবে প্রচুর ফলে ফলশালী" *(যোহন ১৫:৫)*। এজন্য খ্রিস্টের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য কম্যুনিয়ন-রূপে খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করি, যাকে আমরা 'খ্রিস্টপ্রসাদ' বা 'কম্যুনিয়ন' বলি। প্রভু যিশু একথাও বলেছেন : "যে আমার মাংস খায় ও রক্ত পান করে সে শাশ্বত জীবন পেয়েই গেছে" *(যোহন ৬:৫৬)*। তাই, আমরা একই খ্রিস্টদেহ গ্রহণ করে সবাই মিলে খ্রিস্টের অতিন্দ্রিয় দেহ হয়ে উঠি। এজন্যই আদি মণ্ডলীর যুগ থেকেই অসুস্থ-পীড়িতদেরকে খ্রিস্টপ্রসাদ দান করা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পালকীয় সেবাকাজ রূপে গণ্য হয়ে আসছে। সাক্ষ্যমর জাস্টিনের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে রবিবাসরীয় উপাসনায় যখন বিশ্বাসীদের মধ্যে খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করা হতো, তখনই ডিকন অথবা 'বেদীসেবক' *(acolytes)* অসুস্থদের কাছে খ্রিস্টপ্রসাদ নিয়ে যেতেন (দ্র. *First Apology,* no. 67) যেন তারাও মণ্ডলীরূপ সেই দিব্য আঙুর লতার (খ্রিস্টের) সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। তাই খ্রিস্টযাগে উৎসর্গীকৃত রুটি অর্থাৎ খ্রিস্টপ্রসাদ সংরক্ষণ করার প্রধান কারণ হল রোগীদের জন্য।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে, অনতিবিলম্বে পোপ ষষ্ঠ পল যখন সমস্ত উপাসনা-রীতি সংস্কার করেন তখন তিনি *Holy Communion and Eucharistic Worship Outside Mass* নামে খ্রিস্টযাগ ব্যতিত খ্রিস্টপ্রসাদীয় উপাসনা-রীতিটি ঘোষণা করেন এবং একটি 'ডিক্রি'-এর মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেন যেন সেই সময় থেকেই খ্রিস্টপ্রসাদীয় উপাসনার এই নতুন রীতিটি সর্বজনীন মণ্ডলীতে অনুসরণ করা হয় (জুন ১২, ১৯৭৩ খ্রি.)। এই খ্রিস্টপ্রসাদীয় উপাসনা-রীতির 'নির্দেশিকা' অংশে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

"The primary and original reason for reservation of the eucharist outside Mass is the administration of viaticum. The secondary reasons are the giving of communion and the adoration of our Lord Jesus Christ who is present in the sacrament. The reservation of the sacrament... naturally to external, public expression of that faith" (*Holy Communion and Eucharistic Worship outside Mass,* no. 5*)*.

উপাসনা-রীতির একই নির্দেশিকায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষা বা *tabernacle* কোথায় রাখা হবে, সেটা কেমন হবে, ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্বন্ধে। যেমন –

১) খ্রিস্টপ্রসাদ সংরক্ষণ করার স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"The place for the reservation of the eucharist should be truly preeminent. It is highly recommended that the place be suitable also for private adoration and prayer so that the faithful may easily, fruitfully, and constantly honor the Lord, present in the sacrament, through personal worship" (*ibid,* no. 9).

২) গির্জার কোথায় খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষাটি রাখা উচিত সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে :

"This will be achieved more easily if the chapel is separate ... pilgrims or because of their artistic and historical treasures" (*ibid,* no. 9).

৩) খ্রিস্টপ্রসাদ সংরক্ষিত রাখার জন্য এই মঞ্জুষাটি কেমন হবে, কিভাবে রাখতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে :

"The holy eucharist is to be reserved in a solid tabernacle. It must be opaque and unbreakable. Ordinarily there should be only one tabernacle in a church; this may be placed on an altar or, at the discretion of the local Ordinary, in some other noble and properly ornamented part of the church other than an altar" (*ibid,* no. 10).

৪) খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষা ও খ্রিস্টপ্রসাদ যেন সুরক্ষিত থাকে তার জন্য যাঁদের নিকট এই মঞ্জুষার চাবি থাকবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে :

"The key to the tabernacle where the eucharist is reserved must be kept most carefully by the priest in charge of the church or oratory or by a special minister who has received the faculty to give communion" (*ibid,* no.10).

৫) খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষার পাশে যে-বাতি প্রজ্বলিত রাখা হয় সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"According to traditional usage, an oil lamp or lamp with a wax candle is to burn constantly near the tabernacle as a sign of the honor which is shown to the Lord" (*ibid,* no.10).

উপাসনায় কোন প্রকার কৃত্রিমতা এবং কৃত্রিম উপকরণ ব্যবহৃত হয় না। এজন্য উপাসনায় যে সকল 'বাতি' ব্যবহার করা হয়, তা যজ্ঞবেদী অথবা খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষার পাশেই হোক–তা হতে হবে প্রাকৃতিক, এবং তাতে থাকতে হবে জ্বলন্ত শিখা। এজন্য নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষার পাশে জ্বলন্ত বাতি রাখার প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে এই বাতি হতে হবে তেলের বাতি অথবা মোমবাতি। বিদ্যুৎ থাকার কারণে বর্তমানকালে আমাদের দেশে শহর কিংবা গ্রাম–সবখানেই বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা হচ্ছে উপাসনিক বিধি লঙ্ঘন করে। পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে কিন্তু উপরোক্ত বিধি সঠিক ভাবেই মেনে চলে।

**গ) ক্রেডেন্স টেবিল *(Credence Table)*** : এই টেবিলটি সাধারণত যজ্ঞবেদী থেকে ডান দিকে কিছুটা দূরে থাকে এবং আকৃতিতে ছোট হয়, তবে এতে 'পুণ্য পাত্র' *(sacred vessels)* অর্থাৎ পানপাত্র, রুটির পাত্র (*Ciboriam*), দ্রাক্ষারস ও জলের পাত্র *(Cruets)*, হাত ধোয়ার জলের পাত্র ও 'ফিংগার টাওয়াল', যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ইত্যাদি সামগ্রী রাখা হয়। বিভিন্ন উপলক্ষে খ্রিস্টযাগের প্রয়োজনে অন্যান্য সামগ্রীও এই টেবিলে রাখা হয়, যেন বেদী সেবকগণ সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যজ্ঞ বেদীতে নিয়ে যেতে পারে, এবং যথাসময়ে তা ক্রেডেন্স টেবিলে ফিরিয়ে আনতে পারে।

ক্রেডেন্স টেবিলের অপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারটি হল, উপাসকমণ্ডলীর মাঝে খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ শেষ হলে সকল পাত্র (পানপাত্র ও খ্রিস্টপ্রসাদপাত্র) এই টেবিলে এনে সেগুলো 'পরিষ্কার' *(purify)* করা। এই কাজ করতে পারেন ডিকন, নির্দিষ্ট সহার্পণকারী যাজক এবং প্রতিষ্ঠিত বেদীসেবক *(instituted acolyte)*। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে প্রধানত রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকায় (দ্র. নং ১১৮)। যখন বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে অধিক সংখ্যক সহার্পণকারী যাজক ও ভক্তজনগণের সমাবেশে খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় তখন বেদীর উপরে পানপাত্র ও খ্রিস্টপ্রসাদপাত্র গুলো 'পরিষ্কার' না করে ক্রেডেন্স টেবিলেই তা করা বিধেয়। এজন্য গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনার মধ্যে পুণ্যস্থানে কোথায় কি থাকবে, এই সব বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত রাখা প্রয়োজন, যেন বিশেষভাবে অর্ঘ্য-সামগ্রী যজ্ঞবেদীতে নিয়ে আসা ও ফিরিয়ে নেওয়া এবং একই সাথে বেদীসেবকদের অবস্থান এগুলো বিবেচনায় রাখা জরুরী বিষয়। *(চলবে)*

# মেরীল্যান্ডে বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানদের বাংলা সংস্কৃতির ধারা

**খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন**

সংস্কৃতি হল প্রবহমান নদীর ধারার মতো। এই ধারার গতি-প্রকৃতি আছে। আছে রূপান্তর। কিন্তু মৃত্যু নেই। গণ-মানুষের জীবনচর্চার ও চর্যার বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপই সংস্কৃতি। কালের পরিক্রমায় চলমান মানুষের সামাজিক জীবনযাপন-পদ্ধতি, ধারাবাহিক ঐতিহ্য, প্রজন্ম-পরম্পরা আচার-বিশ্বাস-প্রথা, ভূয়োদর্শন, ভাব-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা, উৎপাদন-উদ্ভাবন, এই সবই সংস্কৃতির মৌল উপকরণ।

বাঙালি স্বভাবগতভাবেই সংস্কৃতিপ্রবণ। যাপিত জীবনের কর্মকাণ্ডে, সে তাঁর হৃদয়ে উৎসারিত আবেগের ধারায় নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটিয়ে এসেছে। ইতিহাসে তার বর্ণনা আছে। এই ইতিহাস হাজার বছরের সাক্ষ্য দেয়। জন্মের পর থেকেই বাঙালি তার নিজের আবাসের আবাহনে বায়ু, মাটি, জলের স্পর্শে নিয়ত পরিস্নাত হয়েই বেড়ে উঠেছে। তার সাথে সে তার সত্তায় মিশে থাকা আচার-আচরণ তথা সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করে এসেছে পরম মমতার সাথেই। বাঙালির সামগ্রিক যাপিত জীবনের কর্মকাণ্ডে সচেতন-অবচেতন মনেই এই সংস্কৃতিকে বিকাশে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে এসেছে।

তবে এককালে 'ঘরকুণো' খ্যাত বাঙালি নিজেকে আর তা করে রাখেনি। সে তার চারপাশের আঙ্গিনাকে বিশ্বজগত ভেবে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। মাঠের ঘাটের পরিধিতে থেকে সে যখন 'জীবন জীবিকার জন্য' ব্যস্ত হয়ে উঠছে, একসময় সে নিজেকে তার আঙিনায় আর আটকে রাখতে চায়নি। তাই সে, নিজের উঠান পেরিয়ে বাপ-দাদার চৌহদ্দি অতিক্রম করে আকাশে উড়াল দিয়েছে। সুযোগ বুঝে গভীর সমুদ্রপথেও পাড়ি জমিয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, সে তার পরিপার্শ্বকে অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চূড়ান্ত পর্যায় সে নিজেকে 'বাস্তুচ্যুত' করতেও দ্বিধা করেনি।

দেখা গেছে বাঙালি পৃথিবীর যে প্রান্তেই গেছে, সত্তায় তার নিজের সংস্কৃতিপ্রবণ 'বাঙালি' স্বভাবকে এবং মুখে মাতৃভাষা বাংলাকে সঙ্গী করেই নিয়ে গেছে। সেখানে সে, প্রাণপণ তার আচারকে এবং মাতৃভাষাকে প্রকাশের চেষ্টা করেছে। তাই বাঙালি সতত স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই, প্রবাসের ভিন্ন আবহাওয়ায় পিছনে রেখে আসা নিজের দেশের পরিবেশ তৈরি করতে মনোনিবেশে করে। পরভূমে দেশ ও মাটি বিহীন আবহে বাঙালি ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে জীবনযাপনে ব্রতী হয় সে। এক রকম শর্তহীন ভাবেই, সে প্রবাসের মাটিতে বয়ে আনা চেতনার রসে সেই শেকড় ভিজিয়ে রাখে। তবে এ কথা সত্য, প্রবাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা তার পরবর্তী প্রজন্ম এক সময়; বাঙালিয়ানাকে ভুলে যায়! তারা নিজেদের আর জড়াতে চায় না এই 'মেঠো' এবং 'গেঁয়ো' বাঙালির সাথে! বোধকরি, এটাই স্বাভাবিক। বাংলায় লেখা-পড়া তো দূরের বিষয়! বাংলায় কথা বলাও তাদের পক্ষে যেন কঠিন হয়ে পড়ে! প্রবাসের মাটিতে স্থায়ী হওয়া বাঙালির প্রথম প্রজন্ম, ঘরে-বাইরে বাংলায় কথা বলা, লেখা-পড়া জানলেও তার পরবর্তী প্রজন্ম থেকে এই ধারায় ভাটা পড়তে থাকে ক্রমশঃ। এবং দেখা যায়, তৃতীয়-চতুর্থ প্রজন্ম নিজেদেরকে 'বাঙালি' বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে! বিষয়টি জাতীয়তাবোধে সমৃদ্ধ বাঙালির জন্য নিদারুণ কষ্টের হলেও, এই কঠিন সত্যকে মেনে নিতেই হয় তাকে! তাই দেখা যায়, প্রবাসে আগত প্রথম প্রজন্ম বাঙালি তার সংস্কৃতির নানাবিধ বিষয় নিয়ে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে, তার দ্বিতীয় প্রজন্মকে সেখানে অংশগ্রহণ করাতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বা তার পরের প্রজন্মকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না! এটি প্রথম প্রজন্মের বাঙালির পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন! তারপরও বাস্তবতার নিরিখেই মেনে নিতেই হয় তাকে!

তো বাঙালি এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। জীবিকার জন্য তাঁরা যে কেবল সাধারণ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন, ব্যবসায় উন্নতি করছেন তা নয়। বাঙালি এখন শ্রম, ঘাম, মেধা, সাধনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় উন্নতির শিখরে পৌঁছেছেন। নিজস্ব স্বকীয়তার অনন্য স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কারে বিস্ময় সৃষ্টি করে তাঁদের মেধার প্রমাণ রেখেছেন। বাঙালির বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞের সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে! তাঁদের সম্মান ও গৌরবে বাংলাদেশের আপামর জনগণের সাথে আমরাও গর্বিত!

আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে কিছু বাঙালি খ্রিস্টান সুদূর আমেরিকায় চলে আসেন। মূলতঃ দেশের তুলনায় আরও উন্নত জীবন-জীবিকার উদ্দেশেই আত্মীয়-পরিজনের এবং দেশের মায়া ছেড়ে এই দেশে তাঁদের আগমন। শুধু আমেরিকায় নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাঁরা গমন করেন। আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যেই তাঁরা বেশি যান। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়াই অন্যান্য দেশের তুলনায় সহজতর ছিল। আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যে সাধারণ শ্রমিক বা গৃহকর্মী হিসাবে যাওয়া ছিল সহজতর। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজনও ব্যাপক হারে মধ্যপ্রাচ্যে গমন করেন। অনেকে কোলকাতা, বম্বে হয়ে ভারতের পাসপোর্ট নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যান। সেখানে তাঁরা অভিবাসী হয়ে নয়, সাধারণ কর্মী হিসেবেই যান। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ভিসা নবায়ন করেই সেখানে থাকতে হয় তাঁদের। কাজ থেকে ছুটি নিয়ে, ২/৩ বছর পর তাঁরা নিয়মিত দেশে যেতেন। দেশ থেকে আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের প্রবাসী হওয়ার কারণে, দেশে তাঁদের পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে। তাঁদের বাড়িঘরের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। জমিজমার পরিমাণ বেড়েছে। বিত্ত-বৈভবও রমরমা আকার ধারণ করেছে। কিন্তু তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার তেমন আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। বাঙালি খ্রিস্টান আমেরিকায়ও উল্লেখযোগ্য হারে আসেন। আমাদের আজকের প্রসঙ্গ, আমেরিকার ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানদের আগমন এবং তাঁদের সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাত করা। মধ্যপ্রাচ্য থেকেও কিছু বাংলাদেশী খ্রিস্টান এদেশে আগমন করেছেন। পরে তাঁরা দেশ থেকে তাঁদের পরিবার এনে থিতু হয়েছেন এখানে।

তখন মেরীল্যান্ড এলাকায় বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই ছিলেন বিচ্ছিন্ন। হাতে গোনা কয়েকজনের পরিবার ছিল তাঁদের সাথে। বাকীরা ছিলেন 'সিঙ্গেল' অবস্থায়। এই বিচ্ছিন্ন ভাব দেখে, কয়েকজন মিলে একটি সংগঠন করার চিন্তা করেন। মেরীল্যান্ডে অবস্থানকারী বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্য যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, সকলের মধ্যে সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করা এবং তাঁদের প্রজন্মকে বাঙালি কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। একই সাথে পিছনে রেখে আসা বাংলাদেশী খ্রিস্টীয় সমাজের জন্য অবদান রাখার কথাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন।

বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় এসে এখানকার আবহাওয়ার সাথে অভ্যস্থ হতে হিমশিম খেতে হতো নবাগতদের। সে সময় অনেককেই দূরবর্তী এলাকায় যেয়ে কাজ করতে হতো। খুব সহজেই অল্প সময়ে কাজে যেতে পারতেন না তাঁরা। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া, অনেকেই গাড়ি চালাতে পারতেন না। তাই একাধিকবার বাস বদল করে তাঁদেরকে যাতায়াত করতে হতো। কাজের সুযোগ ও তেমন ছিল না তখন। সারাদিন কাজ করলে সাকুল্যে ঘণ্টায় ২০

ডলার পাওয়া যেত। শীত মৌসুমে প্রচন্ড তুষারপাত হতো তখন। শীতের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তো। নিয়মিত চলমান 'পাবলিক-ট্রান্সপোর্ট'ও তখন বন্ধ হয়ে যেত।

আমেরিকায় এসেই সাথে সাথে কাজের অনুমতি পাওয়া যেত না। তাই অনেককেই 'লুকিয়ে' অল্প মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে হতো। অনুমতি বা বৈধতা ছাড়া যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের সব সময় পুলিশের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হতো। যে কোন সময়, কর্মস্থলে বিশেষভাবে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে পুলিশী তল্লাসী এবং ধরপাকড় হতো। তখন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আশ্রয় (এসাইলাম) নিয়ে এ দেশে থাকার সুযোগও তেমন ছিল না। তাই বলা যায়, প্রাথমিক পর্যায় দেশ থেকে আগত খ্রিস্টানদের; প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তাঁদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে এবং অম্ল-তিক্ত-বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। একদিকে এ দেশে টিকে থাকার সংগ্রাম, অন্যদিকে দেশে তাঁদের পরিবার এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে যেয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের। কারও বেলায় এমনও হয়েছে, দেশে অসুস্থ স্ত্রী, মা-বাবা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন, কিন্তু তাঁদের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষ হিসেবে এ দেশ থেকে কষ্টেসৃষ্টে দেশে নিয়মিত অর্থ পাঠাতেই হচ্ছে। আবার বৈধ-কাগজের অভাবে দেশে যেতেও পারছেন না। পরিশেষে এ দেশে থেকেই, প্রিয়জনের মৃত্যুর সংবাদ শুনতে হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের কিছুই করার ছিল না। পরে এ দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে, দেশে যেতে পারলেও, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের মুখ দেখা আর সম্ভব হয়নি!

বাঙালি খ্রিস্টান সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতেই অভ্যস্ত। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রবাসে আসার আগে, অনেকেরই দেশে বিভিন্ন সংঘ-সমিতি করার অভিজ্ঞতা থাকে। প্রবাসে এসেও তাঁরা তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার আলোকে, বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁদের অব্যাহত প্রচেষ্টার অবদান রাখেন সফলতার সাথেই! এই সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের কম্যুনিটির সকলের কল্যাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন। আমেরিকার এই অংশে, বিশেষ করে ওয়াশিংটন ডিসি, মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া (ডিসি মেট্রোপলিটান) এলাকায় বসবাসরত বাঙালি খ্রিস্টানরা গড়ে তুলেছেন 'বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন' (বিসিএ)। এই সংগঠনটি এই এলাকার সমস্ত বাঙালি খ্রিস্টানদের একই শামিয়ানার নিচে একত্রিত করেছিল। পরে একই ধরনের আরও দু'টি সংগঠন, 'বাংলাদেশ-আমেরিকান খ্রিস্টান এসোসিয়েশন' (বাকা) এবং ঢাকা জেলার আঠারোগ্রাম এলাকার প্রবাসীদের 'ইছামতী' আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক পর্যায় বিসিএ-র উদ্যোগে ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রোপলিটান এলাকার বাঙালি খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য ঋণদান সমিতি (কো-অপারেটিভ সোসাইটি) গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে আর্থিক সুবিধা নিয়ে, স্বল্প আয়ের খ্রিস্টানরা সহজেই বাড়ী গাড়ী এবং সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুসরণ করে, এই এলাকায় বসবাসরত বাঙালিরা বাংলাদেশস্থ নিজেদের ধর্মপল্লীর নামে আলাদা সংগঠনও গড়ে তোলেন। সেই সমস্ত সংগঠনের মাধ্যমেও তাঁরা তাঁদের ধর্মপল্লীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সেবাকর্মে অংশগ্রহণ করে থাকেন। মূল কথা হল, বিসিএ থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁরা এই ধরনের মহতী কাজে ব্রতী হয়েছেন।

এখানে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে তাদের নির্বাচন বার্ষিক সাধারণ সভার এবং নির্বাচনের আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও সাধু আন্তনীর পর্ব, বার্ষিক বনভোজন, মা মারীয়ার পর্ব, কলকাতার মাদার তেরেসার পর্ব উদযাপন, পরলোকগত আত্মাদের কল্যাণার্থে, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে খাবার এবং বেকারী সামগ্রী বিতরণ, থ্যাংকস-গিভিং ফুড ড্রাইভ পরিচালনা করে থাকে।

আমেরিকায় বিশেষ করে মেরীল্যান্ড এলাকায় সামাজিক সাংস্কৃতিক বন্ধন আগের তুলনায় আরো অনেক বেশি দৃঢ় হয়েছে। বড়দিন-ইস্টার, সাধু আন্তনীর পার্বণ, বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি দিনগুলোকে কেন্দ্র করে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে খুবই আকর্ষণীয় এবং জমজমাট। এ সময় ওয়াশিংটন ডিসি, মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া (ডিসি মেট্রোপলিটান) এলাকায় বসবাসরত বাঙালি খ্রিস্টান ছাড়াও আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্র থেকে বাঙালি খ্রিস্টভক্তরা আসেন এখানে। তাঁরা তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুদের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুগ্ধ হন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় অতীতের কিছু আয়োজন এখনও এখানকার অভিবাসী বাঙালি খ্রিস্টানদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। এগুলো হল, ভাওয়াল মিলন মেলা 'শেকড়ের সন্ধানে', আঠারোগ্রাম এলাকার অভিবাসীদের মিলন মেলা, সাধ্বী আগ্নেশের পালা গান, সাধু আন্তনীর পালা গান ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে এখানে 'যিশুখ্রিস্টের যাতনাভোগের পালাগান'-এর মহড়া চলছে। আশা করা যায়, আগামী ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষের পূণ্যসপ্তাহে মেরীল্যান্ডের সিলভার স্প্রিঙয়ে সেটি মঞ্চস্থ করা হবে।

বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশ থেকে বাঙালি বিশপ-ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারবৃন্দ মেরীল্যান্ডে আসলে, এখানে তাঁদেরকে উষ্ণ সম্বর্ধনা দেয়া হয়। তাঁদেরকে উপলক্ষে করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতীতে ফাদার শেখর রিচার্ড পেরেরা সিএসসি, ফাদার শীতল হিউবার্ট রোজারিও সিএসসির সন্ন্যাস জীবনের ২৫ বছরের জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে জাঁকজমকের সাথে। এ ছাড়া 'নাগরী সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজে'র শিক্ষক-ব্রাদারদের সাথে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সভায় মিলিত হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন বাড়ীতে নিয়েও সাদর আপ্যায়ন করা হয়। বাঙালি বিশপ-ফাদারগণ সেন্ট ক্যামিলাস গির্জায় বাংলায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। তাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন বাড়ীতে যেয়ে প্রার্থনাসভায় মিলিত হন। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। দিনে দিনে সেন্ট ক্যামিলাস গির্জা কেন্দ্রিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপক মাত্রা পায়। এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে সঙ্গীত-নৃত্য শিক্ষা সংগঠন গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন উৎসবে-আয়োজনে-অনুষ্ঠানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাঙালি খ্রিস্টান শিশু-কিশোররা সঙ্গীত-নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এখানে বাংলাদেশী বাঙালি কয়েকজন তরুণ 'বাংলা বাজার' নামে একটি 'গ্রোসারী-শপ' এবং আরেক দম্পতি 'ময়ূরী' নামে একটি রেস্টুরেন্ট চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সফলতার সাথেই তাঁদের ব্যবসায় অব্যাহত! শুধু বাংলাদেশী বাঙালি খ্রিস্টানরাই নয়, পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন বর্ণের-ধর্মের-জাতির মানুষ এখানে আসেন তাঁদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্য। এটিও আমাদের জন্য একটি প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় উদ্যোগের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে!

মেরীল্যান্ডের বাঙালি খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকার এমন জমজমাট পরিবেশ আমেরিকার অন্য কোথাও নেই। তাই যে কোন উপলক্ষে উৎসাহীদের আহ্বান করলেই সহজে সাড়া মিলে। মাদার তেরেজা হলে বিভিন্ন আলোচনা সভা, অনুশীলন ও সাক্ষাৎ-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সিলভার স্প্রিংয়ের সেন্ট ক্যামিলাস গির্জায় 'বাঙালি কয়্যার গ্রুপ' বড়দিন-ইস্টার-সাধু আন্তনীর পার্বণে এবং অন্যান্য আয়োজনে বাংলায় উপাসনা-সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। এমনকি সেন্ট ক্যামিলাসে নিয়মিত 'মাল্টিকালচারাল' উপাসনায় অন্যান্য ভাষাভাষীর (ইংরেজী, স্প্যানিশ) খ্রিস্টভক্তরা বাংলায় গান গেয়ে থাকেন। সেখানে বাংলায় প্রার্থনা এবং শাস্ত্র পাঠ করা হয়। বিষয়টি আমাদের বাঙালিদের জন্য একটি বিশেষ অর্জন এবং গৌরবের বিষয়ও বটে! সেন্ট ক্যামিলাস গির্জার প্যারিশ কাউন্সিলে বাঙালিরা দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য হয়ে গির্জার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকার পালন করে যাচ্ছেন। ন্যাশনাল শ্রাইন ক্যাথলিক গির্জায় সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ভ্যালেন্টিনির মা মারীয়ার পর্বে বাংলা গান পরিবেশন উল্লেখযোগ্য। এই এলাকায় 'প্রার্থনা-দল' বিভিন্ন উদ্দেশে আহুত হয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও 'মারীয়ার সেনাসংঘ' দল তাঁদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলাকায় নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সকলের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা রইল! ***(চলবে)***

# নীলকণ্ঠের ক্ষণকাল সেতো ক্ষণ নয়

**সাগর কোড়াইয়া**

মানুষের দৃষ্টিতে ব্যক্তির মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে। আর যখন অপরিণত বয়সে কেউ মারা যায় তখন তা মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য। ফাদার ডেভিড পিটার পালমা ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছিলো। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। আর তা ফাদারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। ফাদার ডেভিডের জন্ম হয়েছিলো ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। যাজক হয়েছিলেন ছত্রিশ বছর বয়সে ৯ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। যাজকত্বের প্রতি তার যে ভালবাসা তা তিনি যাজকীয় জীবনের মাত্র দেড় বছরেই দেখিয়ে গিয়েছেন। ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর উক্তি 'যাজকত্ব হলো যিশু হৃদয়ের ভালবাসা' ছিলো ফাদার ডেভিড পিটার পালমার ধ্যান-জ্ঞান।

ফাদার ডেভিডের সাথে আমার পরিচয় ছোটবেলা থেকেই। আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট মাত্র। পড়তেনও আমাদের তিন ক্লাস পরেই। আমাকে বরাবর 'দাদা' বলেই সম্মোধন করতেন। প্রাইভেট পড়ার জন্য বাগবাচ্চা ফাদারদের গ্রামে যেতাম। আর সে সময় ফাদার ডেভিড আমাদের সাথে প্রাইভেট পড়তে আসতো। এরপরের কয়েক বছরের স্মৃতি আর মনে নেই। তবে যখন আমি আবার নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত, ডেভিড সবেমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে। আর সে সময় থেকে ডেভিড ধর্মপল্লীতে সেবকসংঘের সাথে যুক্ত। এক সময় ডেভিড সেবক সংঘ পরিচালনা পর্ষদের সাথেও যুক্ত ছিলো। ইতিমধ্যে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে সেমিনারীতে প্রবেশ করি। ছুটিতে বাড়িতে এলেই ডেভিড আমার সাথে দেখা করতো। প্রায়ই বলতো- সে সেমিনারীতে যেতে চায়।

একদিন একটি ঘটনার কথা ডেভিড আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম ঘটনাটি। তখন রমনা সেমিনারীতে ডিগ্রীতে পড়ি। ছুটিতে বাড়িতে এসেছি। ডেভিড তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একদিন বাজারে ডেভিডের সাথে দেখা। কথায় কথায় ডেভিড সেমিনারীতে যাবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আমি ডেভিডকে রোজারীমালা উপহার দিয়েছিলাম। পরের দিন দুইজনে তখনকার ভটভটিতে (সেচের ইঞ্জিন দিয়ে চালিত যানবাহন) চড়ে রাজাপুরে ফাদার প্রেমু রোজারিও'র যাজকীয় অভিষেকে যাই। এরপর ডেভিড দিনাজপুর যিশু নাম গৃহ সেমিনারীতে দুইবছর অধ্যয়ন করে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে।

ডেভিড রমনা সেমিনারীতে প্রবেশ করে। একই ধর্মপল্লীর ছোট ভাই। বাড়িতে ছুটিতে এলে ডেভিড আর আমি একসাথে ঘুরে বেড়াতাম। ডেভিডের একটি ফনিক্স সাইকেল ছিলো। অধিকাংশ সময় ডেভিডই সাইকেল চালাতো। ডেভিড ছিলো অনেকটা মা অন্তঃপ্রাণ। অধিকাংশ সময় পরিবারে মায়ের সান্নিধ্যে থাকতেই পছন্দ করতো ডেভিড। মাকে বিশ্রাম দিয়ে বাড়ির কাজগুলো ডেভিডই করতো বলে শুনেছি। এ নিয়ে ডেভিডকে কত ক্ষেপাতাম। ডেভিড মন খারাপ করতো ঠিকই কিন্তু পরের দিন সকালের খ্রিস্টযাগের পর সে আগের ডেভিডই। অনেক সময় ডেভিড আর আমি সকালের খ্রিস্টযাগের পর পাশের বাজারে

চলে যেতাম। উদ্দেশ্য সকালে পরোটা নাস্তা করা। এরপর আবার মিশনে ফিরে এসে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বাড়িতে চলে যেতাম। আর এ নিয়ে বাড়ি থেকে কত ধমক শুনতে হয়েছে- 'তোমরা ছুটিতে এসে শুধু মিশনেই পড়ে থাক। বাড়িতে আসার কী দরকার'।

এরপর আমি বনানী সেমিনারীতে চলে যাই। ডেভিড রমনা সেমিনারীতে একা। আর সে সময় ডেভিড নিজের জীবনাহ্বান নিয়ে একটু দোটানায় পড়ে যায়। এমনকি সেমিনারী থেকে বের হয়ে কিছুদিনের জন্য বাহিরের অভিজ্ঞতাও করে। আমার মনে পড়ে- একদিন ডেভিড বনানী সেমিনারীতে আমার সাথে দেখা করতে যায়। ডেভিডকে বললাম- যাই হয়েছে, আবার সেমিনারীতে চলে এসো। ডেভিডের মনে বাসনা হচ্ছে- যাজকত্ব সংস্কার লাভ। যিশুর স্নেহের হাতছানিতে সাড়া দেওয়া। এরপর ডেভিড আবারো সেমিনারীতে প্রবেশ করে। এক সময় বনানীতেও চলে আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য। ডেভিড ছিলো খুবই অভিমানী, সহজে ভেঙ্গে পড়তো, একাকী কষ্ট পেত এবং আবেগী। তবে বড় ভাই হিসেবে সে মুহূর্তগুলো ডেভিডের সাথে কাটিয়েছি। আমি যদি একবার ডেভিডকে কোন বিষয়ে নিষেধ করতাম তাহলে সে তা বেদবাক্যের মতো শুনতো। যাজকীয় অভিষেকের পরও ডেভিডের মধ্যে সে চরিত্র অব্যাহত ছিলো।

বনানী সেমিনারীতে বেশ কয়েকটি বছর আমরা একসাথে কাটিয়েছে। ডেভিড বরাবরই খেলাধুলা করতে চাইতো না। আর আমি ছিলাম খেলাধূলার পাগল। ডেভিডের সাথে এ নিয়ে কতবার রাগ করেছি। ফলে মাঝে মাঝে মাঠে খেলতে যেতো। এক সপ্তাহ না যেতেই সেই আগের মতোই। তবে ডেভিডের একটি ভালো গুণ ছিলো। সে খেলাধুলা না করে কবিতা লিখতো। কবিতা ছিলো ডেভিডের অস্থিমজ্জায়। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে উৎসবভিত্তিক কবিতা ছাড়াও ডেভিডের ছিলো একটি কবিতার খাতা। অল্প কথায় এমন সুন্দর কবিতা ডেভিডই লিখতে পারতো। ফলে কবিতা নিয়ে তাকে বিড়ম্বনার মধ্যেও পড়তে হয়েছে বহুবার। কবিতাগুলো 'নীলকণ্ঠ' ছদ্মনামে প্রকাশ পেতো। একবার ডেভিডকে নীলকণ্ঠ ছদ্মনাম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানালো, নীল হচ্ছে বেদনার রং। আর কবির কবিতাগুলো বরাবরই বেদনাকে প্রকাশ করে। আর সে বেদনা আমি কবিতার কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করি। এ হচ্ছে ডেভিড। অনেকবার বিভিন্ন উপলক্ষে ডেভিডের কাছে লেখা চেয়েছি। প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে বলতো, দাদা আমি কবিতা ছাড়া তো অন্য লেখা লিখতে পারি না।

বনানী সেমিনারীতে থাকাকালীন আত্মীয়ের বাসায় বেড়ানো, বাহিরে খাওয়া-দাওয়া, সিনেমা দেখতে ফাদার ডেভিড আর আমি একসাথে যেতাম। ফলে ডেভিডের সাথে সম্পর্কটা ছিলো বন্ধুত্বের। ডেভিড ওর জীবনের এমন কোন গোপন কথা নেই যা আমার সাথে সহভাগিতা করেনি। আমি প্রায়ই ওকে পড়াশোনায় উৎসাহিত করতাম। তবে ডেভিড কেন জানি পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী ছিলো না। কোন রকম পাশ নাম্বার পেলেই ও সন্তুষ্ট থাকতো। আমি বলতাম- ডেভিড তোমার পড়াশোনার রেজাল্টের ওপরই কিন্তু ভবিষ্যতটা গঠিত হবে। আমি তখন যাজক হয়ে ধর্মপল্লীতে কাজ করছি। একদিন শুনলাম ডেভিডকে নাকি সেমিনারীর বাহিরে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ডেভিডের বনানীতে পড়াশুনা শেষ। আর সে সময় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ডেভিড কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তবে যিশু খ্রিস্টের হাতছানি যাকে একবার ডেকেছে সে আর ঘরে থাকতে পারে না। ডেভিডেরও হয়েছে তাই। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার পর আবারো ফিরে আসে।

ফাদার প্রেমু আর আমি তখন আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে কর্মরত। ডেভিডকে আমাদের দু'জনের সান্নিধ্যে পাঠানো হয়। আমার মনে পড়ে- ডেভিড যখন শুনেছে ওকে আন্ধারকোঠায় পাঠানো হবে। তখন ও যারপরনাই খুশি হয়েছিলো। ডেভিড আর

আমি গ্রামে পালকীয় কাজ ও মিশনের অন্যান্য কাজগুলো একসাথে করতাম। দু'জনে যেহেতু খেতে পছন্দ করি তাই একসাথে মাঝে মাঝে খেতেও চলে যেতাম। মাঝে মাঝে ডেভিড বলতো, দাদা আমি খাবারের বিল দিই। প্রায়শই আমি ওকে বিল পরিশোধ করতে দিতাম না। মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও ডেভিডকে নিয়ে আমি রাজশাহী শহরে খেতে যাই। ডেভিড খুবই দুঃখের সাথে ওর বদলী না হওয়ার কষ্টটা আমাকে বলেছিলো। আন্ধারকোঠা থাকতে একবার ডেভিডকে নিয়ে পাশের এলাকায় হাঁসের মাংস খেতে যাই। ওর তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দেখে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম। ফিরে আসার সময় মোটরসাইকেলের পিছনে বসে বারবার শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে।

আমার অভিজ্ঞতায় ডেভিড ছিলো খুবই সহজ-সরল প্রকৃতির যাজক। সেমিনারী জীবন থেকেই ওর সহজ-সরলতার জন্য ওকে অনেকবার ঠকতে হয়েছে। অনেকে ডেভিডের সরলতার সুযোগ নিয়ে ওর ক্ষতিও করেছে। একদিন ডেভিডকে মোটর সাইকেলে চড়িয়ে আমার গায়ে দেবার কোট নেওয়ার জন্য রাজশাহী শহরে আসি। কোটটি ডেভিডের হাতে দিয়ে আমি মোটর সাইকেল চালাচ্ছি। ভেবেছিলাম ডেভিড হয়তোবা কোটদু'জনের মাঝখানে রেখেছে। কিন্তু ও ডানহাতে ঝুলিয়ে ধরে বসে আছে। হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো। ডেভিড বললো, দাদা বাইক থামাও। থামিয়ে দেখি কোট মোটর সাইকেলের সাইলেন্সারে লেগে আটকে গিয়েছে। কোটটি তখন ব্যবহার অযোগ্য। ডেভিডের চোখে মুখে দেখি আতঙ্ক। ডেভিড তাৎক্ষণিক কাচুমাচু হয়ে বললো, দাদা কোটের দামটা আমি দিয়ে দিবো। আমি শুধু বলেছিলাম, দূর বোকা!

গত ৭ জানুয়ারি। রাজশাহী বিশপ হাউজে ফাদার-সিস্টারদের বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কয়েকজন ফাদার রাতের খাবার খেয়ে বিশপ হাউজের সামনে রাস্তার পাশে আড্ডা দিচ্ছি। আমি মোবাইল বের করে ফাদার ডেভিডকে কল দিই। কোথায়- জিজ্ঞাসা করতেই বললো, বিশপ হাউজ থেকে বের হচ্ছি। ফাদার ডেভিডের পান খাওয়ার অভ্যাস ছিলো। আমাদের কাছে এসেই দোকানে পান খুঁজতে থাকে। শেষে আর পান খুঁজে পায়নি। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। মুণ্ডমালাতে কবে যাবে জিজ্ঞাসা করলাম। ডেভিড আনন্দ নিয়ে বললো- দাদা ১ ফেব্রুয়ারি। আমি আবার বললাম, ডেভিড তুমি যাওয়ার আগে চলো একদিন একসাথে খাবার খাই। ফাদার ডেভিডও সম্মতি দিলো। এই ছিলো ডেভিডের সাথে আমার শেষ কথা।

আমিও পাস্টোরাল সেন্টারে গিয়ে ঘুমানোর বন্দোবস্ত করতে থাকি। আর তখনই মোবাইলে একটি কল আসে। অপরিচিত নাম্বার। ধরবো কি ধরবো না ভাবতে ভাবতেই রিসিভ করি। অপরিচিত একটি কণ্ঠ বললো, ডেভিড আপনার কে হয়? লোকটিকে বলতেই জানালো, ডেভিড এইমাত্র সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা কোথায় হয়েছে জেনে নিলাম। রাত তখন নয়টা চৌদ্দ। লোকটির কথা প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি। ফাদার প্রেমুকে কল দিয়ে সত্যতা জানতে পারি। তড়িঘড়ি প্রস্তুত হয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেলাম। পৌঁছে দেখি- রাস্তায় পুলিশে ভরপুর। ফায়ার সার্ভিস এসে ফাদার ডেভিডের লাশ প্যাকেট করে ফেলেছে। রাস্তায় ফাদার ডেভিডের রক্তে ভরপুর। ফাদার ডেভিডের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ভেঙ্গে চুড়ে রাস্তার একপাশে পড়ে আছে। তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না আধাঘন্টা আগে কথা বলা ফাদার ডেভিড আর নেই।

আজ ফাদার ডেভিড চিরকালের পথের যাত্রী। ফাদার ডেভিড বদলী হতে চেয়েছিলেন। বদলী হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার ডেভিড পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য স্বর্গরাজ্যে বদলী হয়েছেন। ৮ জানুয়ারি ফাদার ডেভিডের বাড়ি আসার কথা ছিলো মাসির বিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু ফাদার ডেভিড এসেছেন তবে চিরকালের জন্য শায়িত হতে। ফাদার ডেভিড পিটার পালমা কাব্যে নিজেকে নীলকণ্ঠ পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। আর তার মৃত্যু সবার কণ্ঠকে নীল করে দিয়েছে। তবে ফাদার ডেভিডের কাব্যসৃষ্টি নীলকণ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে ছিলো হাসি, আনন্দ, আবেগ, সহজ-সরলতা, প্রেম-ভালবাসা ও সম্পর্কের শুভ্রকণ্ঠ। ফাদার ডেভিডের মতো নীলকণ্ঠীরা ক্ষণজন্মা হলেও ক্ষণ নয়।


STUDY ABROAD/ VISIT & WORK PERMIT VISA in EUROPE

STUDY VISA
• Degrees:
a) Language Program
b) Diploma
c) Bachelor
d) Master's & Ph.D.
Japan/ S. Korea/ UK/ Australia/ Romania
Norway/ Denmark/ Hungary/ Malta
Sweden & other Schengen countries.

WORK PERMIT VISA
Hungary/ Poland/ Romania
Lithuania & Croatia
• Job Category:
Hotel/ Restaurant/ Factory Worker
Food Delivery Men/ Drivers

VISIT VISA
USA/Canada/Australia Schengen countries Japan& India.

Germany Vocational Training Cum Job Visa
নূন্যতম SSC পাশ হলেও চলবে। বয়স ৩০ এর নীচে হতে হবে।
জার্মান ভাষা কোর্স করতে হবে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)
আগ্রহী প্রার্থীগণ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন :
+8801901-519721
+8801901-519722
+8801827-945246
info@globalvillagebd.com
www.globalvillagebd.com
@globalvillageacademybd
ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (৩য় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।
আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২৩ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।
বিজ্ঞ/১২/২৬

# শতবর্ষের স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়েঃ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

ঐতিহ্যবাহী বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান জনপদ শুলপুরের বিখ্যাত 'মাদ্দর বাড়ি'। এই মাদ্দর বাড়িতেই ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি উর্বাণ রোজারিও ও ভিক্টোরিয়া পিরিচের ঘর আলো করে জন্মে ছিল এক শিশু। যার নাম মাইকেল। ধার্মিক পিতামাতার জীবনাদর্শ ও একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশ মাইকেলকে আকর্ষিত করতো। মা ভক্ত মাইকেল শিশুকাল থেকেই দুরন্ত, গতিশীল, দ্যুতিময় ও প্রার্থনাপ্রিয়। খেলাধূলায় প্রচণ্ড ঝোঁক থাকলেও মা'য়ের প্রয়োজনে সব বাদ দিতেও পটু। শিশু-কিশোরের দুরন্ত মাইকেল তাই গ্রাম ও ধর্মপল্লীর সকলের প্রিয় মাক্কু। প্রিয় মাক্কুর গ্রাম ছেড়ে বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে যাবার সিদ্ধান্তে অনেকে কষ্ট পেলেও মাক্কু আনন্দিতই ছিল। কেননা তিনি চাচ্ছেন যাজক হয়ে যিশুকে আরো বেশি কাছের করে পেতে। আর সেমিনারীর পড়াশুনা ও খেলাধূলা তাকে আনন্দই দিতো। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে শুরু হয় সাধনার জীবন। সেই যে শুরু, আর পিছনে তাকায়নি মাক্কু।

পড়াশোনায় যেমনি তুখোড় তেমনি সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলোতেও দারুণ দক্ষ। কিশোর মাইকেলকে ছাত্র-শিক্ষক সবাই বিশেষ চোখে দেখতেন। তবে এ কিশোর মাইকেল দারুণ কষ্টের অভিজ্ঞতা করেন প্রিয় বাবার মৃত্যুতে। তৎকালে সেমিনারীয়ানরা বাড়িতে থাকতে পারতেন না বলে অসুস্থ বাবাকে বাড়িতে রেখেই তাকে বান্দুরা সেমিনারীতে চলে যেতে হয়। এ ঘটনা তাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিলেও মৃত্যু পথযাত্রী বাবার পরামর্শ: তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে তুমি যাজকীয় পথ বেছে নিও। আর যদি ইচ্ছা না হয় তাহলে মনের বিরুদ্ধে এ পথে না যাওয়াই ভালো। বাবার এ পরামর্শ বেদ বাক্যের মতো ছিল তার জীবনে। তাই অন্তরের স্বাধীনতা নিয়ে আনন্দচিত্তে তিনি সবকিছু করে গেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অংকে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে স্কলারশিপসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। একইভাবে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন।

ঐ সময়ের ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মগুরু আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার তার প্রিয় সেমিনারীয়ান মাইকেলকে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠান। সেখানে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী সম্পন্ন করে রোমের প্রোপাগান্দা ফিদে সেমিনারী থেকে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর ক্যাসেল গন্দোলফোতে বিশপ আর ম্যাকারিও এবং বিশপ জে, আলবানু কর্তৃক ডিকন পদে অভিষিক্ত হন। এরপর ডিকনের পালকীয় সেবা সম্পন্ন করে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর রোমের প্রপাগান্দা ফিদে চ্যাপেলে আর্চবিশপ ছিজিসমদি কর্তৃক যাজকপদে অভিষিক্ত হন। ৩০ বছর বয়সে তিনি প্রভুর যাজক হয়ে ওঠেন।

যাজক হয়েই ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাতৃ-ভূমিতে ফিরে আসেন। নিজ জন্মস্থান শুলপুর ধর্মপল্লীতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে খ্রিস্টযাগে ঝরেছে ভক্তির অঞ্জলি, ঈশ্বরের স্তুতি ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু। ফাদার মাইকেল রোজারিও বাবার কবরে গিয়ে অশ্রুসজল নয়নে হৃদয়ে গভীর নীরবতায় বাবাকে স্মরণ করে বলেছে, তোমার আশীর্বাদে প্রভুর যাজক হয়েছি, স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করে যাও অবিরত যেনো আনন্দচিত্তে বিশ্বস্থতার সাথে এগিয়ে চলি তোমার পথে। নিরলসভাবে প্রভুর যাজক ফাদার মাইকেলের সে যে পথ চলা; তা চলেছে ১৮ মার্চ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

এ পথ চলাতে ফাদার মাইকেল রোজারিও হেঁটেছেন তৎকালীন সময়ে পিছিয়ে থাকা ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গারো অঞ্চলের অতি সহজ-সরল মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে, চলেছেন আধুনিক শহরের মানুষের সাথে ঐ সময়ের ঢাকার প্রাণকেন্দ্র লক্ষ্মীবাজারের পালক-পুরাহিত হিসেবে, খ্রিস্টান সমাজকে আলোকিত করার জন্য তাঁর উপর ন্যস্ত হয় প্রতিবেশী ও 'The Bulletin' নামক পত্রিকার সম্পাদনার। ভবিষ্যত যাজকদের গঠনের গুরুদায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাতে তিনি সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা অনেকেই তাঁকে পিতৃব্য বলে মনে করেন। তাঁর সেই পিতৃসুলভ আচরণ ঈশ্বর নিশ্চয় দেখেছেন। তাই তাঁকে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ভিকার জেনারেল হিসেবে বেছে নিয়ে তাঁর পিতৃত্বের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিলেন। উল্লেখ্য তিনিই প্রথম বাঙালি ভিকার জেনারেল।

প্রকৃত পিতা ও উত্তম পালক হয়ে ওঠার আহ্বান আসে ভাটিকান থেকে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর ভাটিকান থেকে ঘোষণা আসে যে, পুণ্যপিতা ৬ষ্ঠ পল ঢাকার ভিকার জেনারেল ফাদার মাইকেল রোজারিওকে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনীত করেছেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কস্তান্ত্রে তাঁকে বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত করেন। অসীম সাহস ও পালকীয়তা নিয়ে আদিবাসী ভক্ত জনগণের পাশে থেকে বিশপ মাইকেল রোজারিও হয়ে ওঠেন তাদের আশার স্থল, উত্তম মেষপালক। বিশপ মাইকেলের পালকীয় নেতৃত্বে দিনাজপুরের ভক্তজনগণ, যাজক ও ধর্মব্রতীগণ যখন প্রীত ও আরো বেশি এগিয়ে যেতে প্রস্তুত তখনই পিতা পরমেশ্বর আরো বৃহৎ পরিকল্পনা করলেন।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সাধুতুল্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'র আকস্মিক মৃত্যু হয়। ক্ষণিক স্তব্ধ হয় বাংলাদেশ মণ্ডলী। সেই স্তব্ধতা ও নীরবতায় পবিত্র আত্মা নেমে আসেন বিশপ মাইকেল রোজারিও'র উপর। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি পুণ্যপিতা পোপ ৬ষ্ঠ পল দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল রোজারিওকে ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত করেন। একই বছর ৯ এপ্রিল আর্চবিশপের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন তিনি। অতঃপর সুদীর্ঘ ২৭ বছর আর্চবিশপীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও সহৃদয়তার মধ্য দিয়ে পালন করে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর আর্চবিশপ। তিনি তার বিশপীয় জীবনে যে অবদান রেখে গেছেন তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার ফলে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র সময়কালেই স্থানীয় মণ্ডলী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠতে শুরু করে। মাণ্ডলীক কাজে স্থানীয় ভক্তগণের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে। যাজকদের জন্য তার সহৃদয়তা, মমত্ববোধ এবং মেষপালের জন্য পিতৃসুলভ ভালবাসা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক ও স্পষ্টভাষী। কেউ ভূল করলে তিনি শাসন করেছেন কিন্তু পরক্ষণেই পিতার ভালোবাসায় তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। সকল বিশ্বাসীদেরকে একসাথে রাখতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো কঠিন হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় শাসন করে একসাথে পথচলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। গোপনীয়তা রক্ষা ও সকল অবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ছিল আর্চবিশপ মাইকেলের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দরিদ্রদের কথা বিশেষ বিবেচনায় রেখে সকলকে মর্যাদা দিয়ে জীবনযাপন করতেন। ফলশ্রুতিতে অন্যমণ্ডলীর ভক্তরাও তাঁকে তাদের ভরসা ও আশ্রয়স্থলরূপে বিবেচনা করতেন। তাই বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আর্চবিশপ মাইকেল শুধুমাত্র একটি নাম নয়, তিনি এক ইতিহাস, একজন কিংবদন্তী। অনেকের মতো আমিও তাঁকে সাধু বলেই গণ্য করি।

***কৃতজ্ঞতাস্বীকার:*** পালক-সাধক আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

# আলোচিত সংবাদ

## দক্ষিণ এশীয় উচ্চশিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

'উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা-২০২৬' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সকালে রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ানে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বাস্তবায়নাধীন 'হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) প্রকল্পের আওতায় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে যুক্তরাজ্য, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশের ৩০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন।

*https://rtvonline.com/national/364776*

## শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ

কয়েক দিন ধরে উত্তরাঞ্চলে অব্যাহত শৈত্যপ্রবাহে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। কনকনে ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে গ্রামের মানুষ খড় ও শুকনো পাতা জ্বালিয়ে শরীর গরম করার চেষ্টা করছেন। শীতের তীব্রতা কমার কোনো লক্ষণ না থাকায় জনজীবন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার ও গঙ্গাধর নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলের মানুষ। দারিদ্র্য, পর্যাপ্ত আশ্রয়ের অভাব এবং প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র না থাকায় এসব এলাকার মানুষের কষ্ট আরও বেড়েছে। শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থরা ঝুঁকিতে রয়েছেন। শৈত্যপ্রবাহের কারণে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছেন। এ ছাড়া ঘন কুয়াশার কারণে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

*https://www.rupalibangladesh.com/all-bd-news/lalmonirhat/106532*

## ট্যাক্স হচ্ছে জনগণের হক: এনবিআর চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান বলেছেন, ট্যাক্স হচ্ছে জনগণের হক। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া মানে দেশের ১৮ কোটি মানুষকে ফাঁকি দেওয়া, যার কোনো ক্ষমা নেই। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রাতে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তিকে ঠকালে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া যায়, কিন্তু পুরো জাতিকে ঠকালে কার কাছে ক্ষমা চাইবেন–সে সুযোগ নেই। তাই আইন মেনে ট্যাক্স দেওয়া সবার নৈতিক দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র ১৮ কোটি মানুষের একটি পরিবার। সবাই সমান আয় করে না; যার আয় বেশি সে বেশি ট্যাক্স দেবে, যার আয় নেই সে ট্যাক্স দেবে না, বরং সরকার থেকে সহায়তা পাবে।

*https://www.jugantor.com/country-news/1051373*

## দেশের নারীদের জন্য রেড ক্রিসেন্টের বড় সুখবর

নারীদের প্রাণঘাতী রোগ জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে দেশের ৬৪ জেলায় স্ক্রিনিং সেবা সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হালিদা হানুম আখতার। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ জাতীয় প্রেস ক্লাবে জরায়ুমুখ ক্যান্সার সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ব্রেস্ট ক্যান্সারের পর জরায়ুমুখ ক্যান্সার নারীদের মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলেও সচেতনতা, স্ক্রিনিং ও টিকার মাধ্যমে এটি আগেই প্রতিরোধ সম্ভব। রেড ক্রিসেন্টের ৬৪টি জেলা ও ৪টি বিভাগীয় ইউনিট এবং ৬৪টি মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ধাপে ধাপে 'ভায়া' টেস্টসহ প্রাথমিক স্ক্রিনিং চালু করা হবে। একই সঙ্গে নারীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় পুরুষদের সচেতন ভূমিকা এবং টিকাদানের গুরুত্বের ওপর জোর দেন ড. হালিদা।

*https://rtvonline.com/national/364358*

## বিপিএলে ইতিহাস গড়লেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরি

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হ্যাটট্রিকের সুযোগ পেয়েও হাসান মাহমুদের ফিরতি ক্যাচ ছেড়ে তা হাতছাড়া করেন মুস্তাফিজুর রহমান। তবে পরের ওভারেই হ্যাটট্রিক করে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান আরেক বাঁহাতি পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরি। শুক্রবার নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্সের হয়ে এই কীর্তি গড়েন ২৪ বছর বয়সী এই বোলার। এ নিয়ে বিপিএলে একাধিক হ্যাটট্রিক করা দ্বিতীয় বোলার হলেন মৃত্যুঞ্জয়। এর আগে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিপিএল অভিষেকেই চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে সিলেট সানরাইজার্সের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। তারও আগে একই কীর্তি গড়েছিলেন পেসার আল-আমিন হোসেন। সব মিলিয়ে বিপিএলে এখন পর্যন্ত হ্যাটট্রিকের ঘটনা ১০টি।

*https://www.dailyjanakantha.com/sports/news/895813*

## ভিসা লটারি ভিসা ইস্যু স্থগিত করলো যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা (ডিভি) লটারির আওতায় নতুন ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট সূত্র জানায়, সম্প্রতি ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে গুলিচালনা এবং এমআইটির এক অধ্যাপক হত্যার ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি ডিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। এ ঘটনার পর ডিভি প্রোগ্রামের স্ক্রিনিং ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ভিসা আবেদনকারীরা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি কিনা তা কঠোরভাবে যাচাই করতেই এই বিরতি। তবে যাদের ডিভি ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া চলমান বা ইন্টারভিউ নির্ধারিত রয়েছে, তারা ইন্টারভিউ দিতে পারবেন। তবে বৈধ ডিভি ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হবে না।

*https://www.deshrupantor.com/654148*

## ভয়াবহ দাবানলে অস্ট্রেলিয়ায় 'দুর্যোগ পরিস্থিতি' ঘোষণা

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানলে ঘরবাড়ি ধ্বংস ও বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল পুড়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ 'দুর্যোগ পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, চলতি সপ্তাহে ভিক্টোরিয়া রাজ্যে তীব্র তাপপ্রবাহে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়, যা আগুন আরও ভয়াবহ করে তোলে। সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক দাবানল লংউড এলাকার কাছে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর বনভূমি গ্রাস করেছে। মেলবোর্নের উত্তরের ছোট শহর রাফিতে অন্তত ২০টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ভিক্টোরিয়ার প্রিমিয়ার জাসিন্টা অ্যালান জানান, মানুষের জীবন রক্ষাই এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য।

*https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/01/11/1203152*

## জাতিসংঘের আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার শুরু

মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)-তে। হেগ, নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত এই শুনানি স্থানীয় সময় সোমবার বেলা ১০টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায়) শুরু হয় এবং এই শুনানী আগামী তিন সপ্তাহ চলবে। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে রাখাইন রাজ্যে কয়েকটি পুলিশ স্টেশন ও সেনা ছাউনি বোমা হামলার পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সাধারণ রোহিঙ্গাদের লক্ষ্য করে হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়। এর ফলে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। জাতিসংঘের তদন্তকারী দল 'ইউএন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম ফর মিয়ানমার' সেনাবাহিনীর এই অভিযানকে 'গণহত্যামূলক তৎপরতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মামলাটি প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পর 'ওয়ার্ল্ড কোর্টে' বিচারাধীন হচ্ছে।

*https://rtvonline.com/international/364607*

## বাঘ আর চালাক কচ্ছপের গল্প

একদিন খুব সকালে এক বাঘ খাবারের খোঁজে বের হলো। বনের মধ্যে বাঘ আস্তে আস্তে হাটতে থাকলো আর শিকার খুঁজতে লাগল। সে খুঁজল হরিণ, খরগোশ, এমনকি পাখিও। কিন্তু ভাগ্য যেন সেদিন তার পক্ষে ছিল না। সারাদিন খুঁজেও সে একটা শিকারও পেল না। পেট খিদেয় চুঁ-চুঁ করছে বাঘের।

সন্ধ্যা নামছে, বাঘ শিকার না পেয়ে ক্লান্ত পায়ে নিজের ডেরার দিকে ফিরতে লাগল। ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত প্রাণী রাস্তার পাশে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। ওটা ছিল এক কচ্ছপ।

বাঘ এর আগে কখনো কচ্ছপ দেখেনি। সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাঘ মনে মনে ভাবল, এ আবার কেমন প্রাণী।

কচ্ছপও বাঘকে দেখতে পেল। ভয় পেয়ে খোলসের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেলল। বাঘ ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকল। কিছুক্ষণ পর কচ্ছপ ধীরে ধীরে মাথা বের করল।

বাঘের পেটে তখন ভীষণ খিদের জ্বালা, সে ভাবল, আজ সারাদিন কিছুই খেতে পারিনি, যদি অন্য শিকার না পাই, এই ছোট প্রাণীটাকেই খেয়ে ফেলি।

যেই ভাবা, সেই কাজ। বাঘ এক লাফে কচ্ছপকে ধরে ফেলল আর কামড়াতে শুরু করল।

কিন্তু সমস্যা হলো কচ্ছপের খোলসটা এত শক্ত যে বাঘের ধারালো দাঁতও কিছুই করতে পারল না। বাঘ একবার কামড়ায়, দুইবার কামড়ায়, কিছুই হয় না। শুধু ঠক ঠক শব্দ হয়, যেন পাথর কামড়াচ্ছে।

বাঘ বিরক্ত হয়ে বলল, এ কেমন শিকার রে। দাঁত ব্যথা হয়ে গেল।

কচ্ছপ ধীরে ধীরে মাথা বের করল। তারপর চালাকি করে বলল, এইভাবে আমাকে খাওয়া যাবে না, যদি সত্যিই আমাকে খেতে চাও, তাহলে একটা কাজ করো। আমাকে পানিতে ফেলে দাও। পানিতে পড়লেই আমার খোলস নরম হয়ে যাবে। তখন আমায় সহজেই খেতে পারবে।

বাঘও মনে করল, কচ্ছপটাকে পানিতে ছেড়ে দিই, তাহলে এটা নরম হবে, খাওয়ার উপযুক্ত হবে। তখন এটাকে মজা করে খাওয়া যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। বাঘ কচ্ছপকে ধরে কাছের জলাশয়ে নিয়ে গেল। তারপর কচ্ছপকে পানিতে ছুড়ে ফেলল।

কচ্ছপ পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাত-পা-মাথা বের করে ফেলল। এক মুহূর্তে সে সাঁতরে দূরে চলে গেল। সে যতটা পারে তত দ্রুত সাঁতরাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঘের নাগালের বাইরে চলে গেল।

বাঘ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তার চোখের সামনে শিকার সোজা পালিয়ে গেল। সে কিছুই করতে পারল না। শুধু জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করল আর রাগে গজগজ করতে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে লেজ গুটিয়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেল।

আর এদিকে কচ্ছপ! সে আনন্দে সাঁতরে সাঁতরে বাড়ির দিকে রওনা দিল, নিজের চালাকিতে খুশি হয়ে মনে মনে বলল, বুদ্ধি থাকলে বড় শত্রুকেও হারানো সম্ভব ।

***সংগ্রহে: ইন্টারনেট***

### শীতের সকাল

কুয়াশা মাখা ভোরবেলা,
হিমেল হাওয়ার মেলা,
শীতের বুড়ি এলো রে আজ
করতে মধুর খেলা।
রোদের আলো মিষ্টি লাগে,
লেপের তলায় ঘুম,
পিঠাপুলির ঘ্রাণে ঘ্রাণে,
খুশির পড়ে ধুম।
খেজুর রসের মিষ্টি হাঁড়ি
ডাকে সকাল বেলা,
উঠান জুড়ে চড়ুই পাখির
চলছে রঙের খেলা।

### লেখা আহ্বান

**সুপ্রিয় লেখক-পাঠক ও ছোট্টবন্ধুগণ,**

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। বিগত বছরে আপনাদের লেখা আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বছরও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সংখ্যায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছোটদের আসরের জন্য গল্প ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠানোর আহ্বান করছি। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা:**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
**E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

**– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

### কেমন তোমার ছবি এঁকেছে

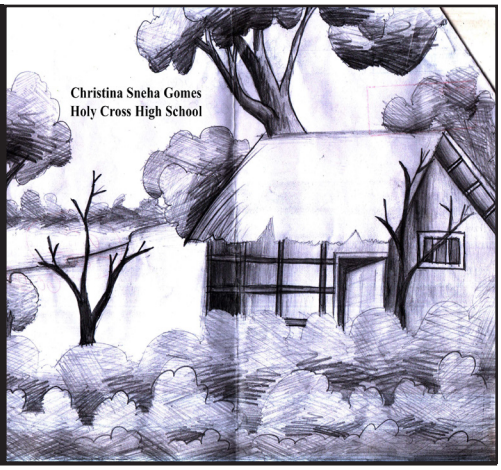

## রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালে আর্চবিশপ পৌলিনুসের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

***ফাদার আলবাট রোজারিও:*** গত ৩ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত ঢাকার চতুর্থ আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী গুরুত্ব সহকারে রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালে পালন করা হয়। আর্চবিশপের মৃত্যু বার্ষিকীকে উপলক্ষ করে তাঁর কবর সুন্দর করে সাজানো হয়। ফুলে ফুলে ভরে যায় তাঁর সমাধিখানা। খ্রিস্টযাগে শীতের কারণে ও শনিবার দিন হওয়ায় উপস্থিতি সংখ্যায় কম ছিল। বিকেল ৫:৩০ মিনিটে সাত জন যাজকের সহযোগে ঢাকার সহকারী বিশপ সুব্রত বি গমেজ আর্চবিশপের আত্মার চির মঙ্গল কামনা করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের ভূমিকাতে বিশপ সুব্রত আর্চবিশপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানগুলোর কথা স্মরণ করেন। উপদেশে সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালের পাল পুরোহিত ফাদার আলবাট রোজারিও বলেন, আর্চবিশপ প্রায় ছয় বৎসর ঢাকার আর্চবিশপ হিসাবে গুরু দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে গেছেন। তিনি সবার কথা ভাবতেন এবং সবার পালকীয় যত্ন নিতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনার মানুষ। নিয়মশৃঙ্খলার প্রতিও তাঁর ছিল কড়া নজর। খ্রিস্টযাগ শেষে তাঁর কবরে গিয়ে কবর আশীর্বাদ করা হয় এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশস্বরূপ পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

## প্রয়াত ফাদার পিটার ডেভিড পালমার স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ

***বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস:*** ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে প্রয়াত ফাদার পিটার ডেভিড পালমার স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডি আরও উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রেমু রোজারিও, ফাদার সনেট কস্তা এবং ফাদার রিংকু সিজার কস্তা; খ্রিস্টযাগে বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার রিংকু সিজার কস্তা। তিনি সহভাগিতার এক পর্যায়ে বলেন birth এবং death এর প্রথম অক্ষর নিলে হয় B এবং D এর মধ্যে হয়েছে C এবং C দিয়ে হয় Choice যার অর্থ পছন্দ করা। আমাদের জন্ম এবং মৃত্যুর স্থানকাল আমাদের হাতে না থাকলেও ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাদের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। তাই জন্ম মৃত্যুর মাঝের যে সময়টা সেখানে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরে স্মৃতিচারণ করেন বিভিন্ন গ্রামের কয়েকজন এবং উপস্থিত ফাদারগণ। ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী খ্রিস্টভক্তদের অনুরোধ করে বলেন, আমরা যেন ফাদারদের যত্ন নেই, কারণ ফাদারগণ নিজের সর্বস্ব ছেড়ে আমাদের সেবা দিতে বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন।

## রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় জুবিলী সমাপনী অনুষ্ঠান

***ডানিয়েল লর্ড রোজারিও:*** গত ৬ জানুয়ারি প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্বের দিন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় জুবিলী সমাপনী মহোৎসব। জুবিলী সমাপনী উৎসবে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ, ফাদার-সিস্টার, ব্রাদার-সেমিনারিয়ান ও বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানের ২০০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকাল সাড়ে ৮ টায় আনন্দ র‍্যালির মাধ্যমে জুবিলী উৎসবের শুভ সূচনা হয়। আনন্দ র‍্যালির পরপরই জুবিলী স্মারক ক্রুশ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন বিশপ জের্ভাস ও অন্যান্য ফাদারগণ। এরপর সকাল ১০টায় জুবিলী মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন অন্যান্য ফাদারগণ। বিশপ জের্ভাস উপদেশ বাণীতে বলেন, "জুবিলী হলো মন-পরিবর্তন ও ত্যাগস্বীকারের সময়। জুবিলী বর্ষ আমাদের আহ্বান করে অন্ধের কাছে আশার বাণী ঘোষণা করতে। বিশেষত যারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। জুবিলী বর্ষে আমরা আশা নিয়ে যাত্রা করছি। এ পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছুর আশা করি কিন্তু আমাদের একমাত্র আশা হওয়া উচিত পিতার সাথে মিলিত হওয়া। পিতার সাথে মিলিত হওয়ার আশা পূরণের জন্য আমাদের তাঁর দেখানো পথে চলতে হবে। যিশুখ্রিস্ট আমাদের প্রত্যেককে তার শিষ্য হতে আহ্বান করেন তাই আমাদেরও উচিত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র জীবনযাপন করা।"

জুবিলী বর্ষ উপলক্ষে ফাদার হেনরী পালমা তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "জুবিলী বর্ষ আমাকে ভীষণভাবে আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করতে সহায়তা করেছে। আমার ধর্মপল্লীতে আমি খ্রিস্টভক্তদের সাথে জুবিলীর আনন্দ সহভাগিতা করেছি এবং লক্ষ্য করেছি জুবিলীর উন্মাদনা। আমরা আশার তীর্থযাত্রী এ দু'টি শব্দ নিয়ে আমরা সারাবছর ধ্যান করেছি তবে আমাদের তীর্থযাত্রা শেষ নয় বরং আমাদের প্রতিনিয়ত স্বর্গের পথে যাত্রা করতে হয়।" এছাড়া একজন খ্রিস্টভক্ত সবিতা মারান্ডী তার অনুভূতি প্রকাশ করেন। জুবিলী সমাপনী অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ফাদার প্রেমু রোজারিও বলেন, "আজকে এ অনুষ্ঠান সফল করতে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়েছেন আমি তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে বিশপ মহোদয়কে যিনি জুবিলী বর্ষে তার পালকীয় পত্র লিখে আমাদের আলোকিত করেছিলেন এবং বছরব্যাপী নানা কর্মসূচী গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন। আজকের দিনে আমি সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

# Career Opportunity

The Young Women's Christian Association (YWCA) of Bangladesh, an affiliated association of the World YWCA and a non-profit voluntary organization working in Bangladesh for the empowerment of women, youth and children for more than three decades, seeks applications from qualified candidates for the following position for its National Office.

**Position title: Liaison and IT Officer**

**Location :** YWCA of Bangladesh (Head Quarter), Dhaka.

**Number of Position :** 01 (one)

**Major Duties and Responsibilities:**

- Build excellent working relationships and maintain regular communication and coordination with government offices and other relevant organizations;
- Prepare and maintain the status of FD6/ FD7/ FC1, FD4;
- Liaison and communicate with relevant GO/NGO department on project-related needs, registration, NOC etc.;
- Maintain the property related matters;
- Develop and deliver positive and effective communication and public relations activities;
- Take part in other legal and admin concerned works as and when required by the organization;
- Support office IT Management and Troubleshooting;
- Maintain organization's website and other social media.

**Qualification and Experience:** Minimum Bachelor degree in social science or other relevant field with 3-4 years relevant experience. Candidate having a L.L.B degree and diploma on Computer application will be given preference.

The candidate should have mandatory experience in the following areas :

- Work experience with the NGO Affairs Bureau and various government departments.
- Good command of English and Bangla (reading, writing / typing and reporting skills).
- Practical and academic knowledge on Property Law of Bangladesh.

**Salary and Other Benefits:** Salary and other benefits as per Organization policy.

**Apply Instruction:**

If you meet the above requirements, please submit your application along with your latest CV with two references and a recent passport size photo to: **Human Resource Manager,** YWCA of Bangladesh, 3/23, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. Name of the position should be mentioned on top left corner of envelope. Or **email to:** susmita.hr.ywca@gmail.com Only short listed candidates will be called for interview.

***Application Deadline: 15 February, 2026***

বিজ্ঞ/০৯/২৬

# LAMB – Employment Opportunity

**LAMB** is a well-run major mission Hospital, Community Health Development, Training and Research organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following regular position based at LAMB Hospital, Parbatipur, Dinajpur.

**Position: HR Assistant** **Post: 1 (Female)**

**Job Summary:** The HR Assistant will be responsible for supporting the daily functions of the Human Resources Department. Key responsibilities include managing leave balance spreadsheets, assisting with recruitment and interviews, administering employee benefits and ensuring compliance with organizational policies and practices.

**Essential Requirements:** Bachelor's degree in Business Administration or a related field. Candidate should have minimum 2–3 years of experience in the HR administration/organizational people and culture. Functional HR training will be given preference. Proficient with Microsoft Office or related software. Proficient in English and Bangla in both writing and speaking.

**Salary**: Tk. 14,800 per month gross or equivalent to approximately Tk. 2,16,717 per annum, inclusive of all benefits. The remuneration package includes a provident fund, festival allowance once per year, medical benefit, critical illness & death benefit and recreation.

**Job Location:** Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

**Application Deadline: 24 January 2026.**

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

*"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."*

**Follow us:** bdjobs.com LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/১৩/২৬

## পরলোকে - স্বর্গধামে প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা

জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা (কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা) মাউছাইদ মিশনের হারবাইদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাত ১:১০ মিনিটে (২৭ ডিসেম্বর) কানাডার টরেন্টো-র "স্কারবোরো গ্রেস" হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি যৌবনে ১৯ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সরকারী চাকরী করেন ও পরবর্তীতে ১৯ বছর মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে বড় কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তিনি একজন দক্ষ হেভী ক্রেন অপারেটর ছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছর চাকুরী জীবন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক। সব ছেলে-মেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া ও বিয়েশাদী দেওয়ার পর, সব দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বস্ত্রীক কানাডায় বড় ছেলের পরিবারের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অত্যন্ত মৃদুভাষী, সদালাপী, দয়ালু, সৎ মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এক বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার মেঝো পুত্র ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার Phd-র পাবলিক ডিফেন্স অনুষ্ঠানে স্বস্ত্রীক রোম যান। সে সময় তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে যান। তাছাড়া রোম, ভাতিকান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও বলোনিয়া ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রার্থনায় তার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ২ ভাই, ২ বোন, বিধবা স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, ১১ জন নাতি-নাতনী ও ১ নাতবৌ। দেশ-বিদেশে তার রয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। তিনি প্রয়াত ফাদার ইগ্নাসিয়াস কমল ডি'কস্তার বড় ভাই ও বর্তমান শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার বাবা। ঈশ্বর তাকে ঐশজীবন দান করুন।

তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা যেভাবে দেশ-বিদেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও গ্রামবাসী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ও কৃতজ্ঞতায় —

বড় ছেলে : লিও ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
বড় মেয়ে : লিলি ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
মেঝো মেয়ে : লিপি ডি'কস্তা ও পরিবার (লক্ষীবাজার)
মেঝো ছেলে : ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা (শুলপুর ধর্মপল্লী)
ছোট মেয়ে : লাকী ডি'কস্তা ও পরিবার (মনিপুরীপাড়া)
ছোট ছেলে : লিটন ডি'কস্তা ও পরিবার (লন্ডন প্রবাসী)

## ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

### প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তা

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা
ও পরিবারবর্গ

## শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত আগ্নেশ ডি'কস্তা
জন্ম: ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর।

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার সাজানো সংসার, সন্তান, পরিজন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে।

আমাদের মা আগ্নেশ ডি'কস্তা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ এপ্রিল তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বান্দাখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত পেদ্রু কস্তা ও মাতা আনেতা ছেড়াও। তারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি মাত্র ১৪ বছর ৭ মাস বয়সে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মাউছাইদ ধর্মপল্লীর হারবাইদ গ্রামে যোসেফ ডি'কস্তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন ছেলে ও তিন কন্যা অর্থাৎ ছয় সন্তানের জননী। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বামীসহ কানাডার টরেন্টোতে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সন্তানদের কাছে থাকতেন।

তার স্বামী গত ৩ বছর আগে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছেন ও দেশে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে সমাধিস্থ হয়েছেন। তার ৬ সন্তানের মধ্যে ১ মেয়ে ও ১ ছেলে কানাডায় এবং ১ ছেলে ইংল্যান্ডে সপরিবারে বসবাস করছে। আর বাকী ২ কন্যা ঢাকায় থাকেন। আমাদের স্নেহময়ী মায়ের এক ছেলে ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা বর্তমানে শুলপুর মিশনের পাল-পুরোহিতের দায়িত্বে আছেন। মা গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশে বেড়াতে এসে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসপাতালে আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার স্বামীসহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করেছেন।

আমার মায়ের দু'টি অমূল্য উপদেশ –

** এমন কোন কাজ করবে না, যার দ্বারা পিতা-মাতার অসম্মান হবে। * যে কোন বিপদে-আপদে মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করবে।*

স্বামীর চাকুরির সুবাদে ১৪ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে বাস করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকায় এবং শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ্য সন্তানদ্বয়ের কাছে কানাডার টরেন্টোতে বসবাস করেছেন। তিনি ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ডের নানা স্থানে, ইটালির রোম, বলোনিয়া, পাদুয়া, কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিয়েলসহ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। অত্যন্ত প্রার্থনাপূর্ণ জীবন ছিল তার।

তিনি নিজ মিশনের ও গ্রামের আজীবন কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘের একজন ভগ্নি ছিলেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই ঈশ্বরের বাণী প্রচারে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং পরিবারে সান্ধ্যকালীন মালাপ্রার্থনা করতে সকলকে উৎসাহিত করতেন। অত্যন্ত গুণী, সুন্দরী এই সফল মা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই ইচ্ছানুসারে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে স্বামীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তাঁর অসুস্থতায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, শেষ খ্রিস্টযাগে, সমাধির সময় ও পরবর্তী রিচুয়ালগুলো পালনে যারা সর্বদা পাশে থেকেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, সকল গ্রামবাসী, মিশনবাসী, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

আপনারা সকলে আমাদের মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন। ধন্যবাদান্তে

লিও লরেন্স ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিলি এলিজাবেথ কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিপি হেলেন কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা
লাকী মনিকা কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
লিটন চার্লস ডি'কস্তা ও পরিবার (ইংল্যান্ড)

বিজ্ঞ/০৮/২০২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 02
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 January, 2026, ৪ - ১০ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

## প্রয়াত রূপালী রুথ রোজারিও

জন্ম: ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দিদি, দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পার হয়ে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার আদরের ভাই বোন, ভাতিজা ভাতিজি, ভাগিনা, ভাগিনী, নাতি নাতনীদের রেখে চলে গেছো চির নিদ্রায় পরপারে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে। দিদি, কত শত কথা, আর কতশত হৃদয়ের ভালবাসা, দিয়েছো মোদের, আজ মনে করি তোমাকে প্রতি স্মৃতিক্ষণে। আজ আমাদের কি ভীষণ শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্ত কাঁদায়। দিদি তোমাকে ও মাকে কত যে মিস করি, সেই সুখের দিনটি যিশু আমাকে তোমাদের সেবা দেবার সুযোগ দেয়নি। এটাই আমার অপূর্ণতা থেকে গেলো। সেটা আমি কি করে তোমাদের বুঝাবো। তুমি ক্ষমা করে দিও মোদের। তুমি স্বর্গে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা আর আশীর্বাদ করো এবং স্বর্গে থেকে আমাদের সঙ্গে থেকো এবং প্রতি মুহূর্ত আমাদের পরিচালিত করো। আমরা যেন তোমার আদর্শ হৃদয়ে লালন করে চলতে পারি। যিশুর কাছে প্রার্থনা করি যিশু যেন তোমাকে স্বর্গে চিরশান্তি দান করেন। খ্রিস্টেতে সকল ভাই ও বোন এবং খ্রিস্টীয় পরিবারের নিকট আমার বড় বোনের জন্যে প্রার্থনা চাই। পিতা ঈশ্বর যেন তার আত্মার স্বর্গে চির শান্তি দান করেন।

সঞ্চয় স্টেনলী রোজারিও (ছোট ভাই)
হেলেন রেবেকা রোজারিও (ভাইয়ের বৌ)
শ্যারেল এবং শারলিন রোজারিও (বড় এবং ছোট ভাতিজী)
- পরিবারবর্গ
New York, USA.

বিজ্ঞ/০৬/২০২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org